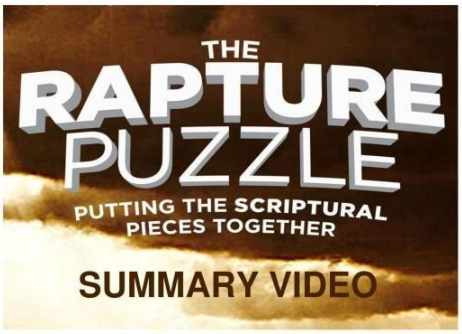

সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি ‘র‍্যাপচার পাজল’ বইটির একটি সারসংক্ষেপ তুলে ধরতে চাই। প্রভু ২৫ বছরেরও বেশি আগে আমাকে এই যাত্রায় শুরু করিয়েছেন এবং ২০১২ সাল থেকে এখন পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ১৪ বছর ধরে, এই ধাঁধার বিভিন্ন অংশ উন্মোচন করে চলেছেন। আমি বিশ্বাস করি, পবিত্র শাস্ত্র আমাদের সামনে শেষকালের একটি ধাঁধা তুলে ধরে, যার মধ্যে আমরা এখন বাস করছি। এটি আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে আসন্ন ঘটনাগুলো কখন ঘটবে, যাতে যখন সেগুলো ঘটবে, তখন আমাদের ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন না হয়, কারণ আমরা জানি যে প্রভু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর পরিকল্পনা করেছেন। মানবজাতির জন্য তাঁর একটি ৭০০০ বছরের পরিকল্পনা রয়েছে, যার প্রথম ৬০০০ বছর প্রায় শেষ হতে চলেছে এবং একটি নতুন সহস্রাব্দ শুরু হতে যাচ্ছে, যেখানে তিনি তাঁর কনে, অর্থাৎ তাঁর মনোনীত লোকদের সাথে পৃথিবীতে ১০০০ বছর রাজত্ব করবেন। তাঁকে নিজেদের ত্রাণকর্তা ও প্রভু হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে তাঁর কনের অংশ হতে সকলকেই স্বাগত জানানো হয় এবং তিনি চান যেন কেউই বিনষ্ট না হয়, বরং সকলেই যেন অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে।

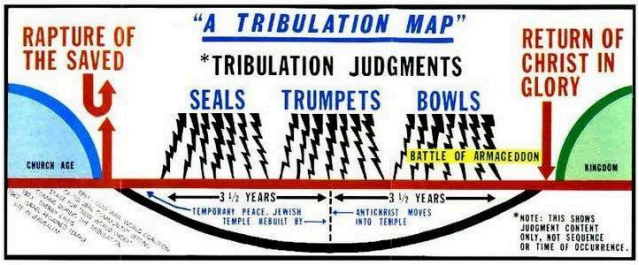

বেশিরভাগ খ্রিস্টান শেষ সময় কীভাবে ঘটবে সে সম্পর্কে সবচেয়ে প্রচলিত মতবাদটি গ্রহণ করে এবং সেই শিক্ষাটি মোটামুটি এইরকম: পৃথিবীতে ৭ বছরের মহাক্লেশকাল আসবে, যা ইসরায়েলে একটি ৭-বছরের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে শুরু হবে। এই ৭ বছর শুরু হওয়ার ঠিক আগে, প্রভু তাঁর লোকদের মহাপ্রলয়ের মাধ্যমে উদ্ধার করবেন এবং তারপর যারা পিছনে থেকে যাবে তাদের জন্য ৭ বছরের এক ভয়ঙ্কর বিচারকাল চলবে। এই ৭ বছরের মহাক্লেশের মাঝামাঝি সময়ে, নতুন করে পুনর্নির্মিত একটি ইহুদি মন্দিরে পশু বলিদান ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে যাবে এবং এই বলিদানগুলো বন্ধ করে দেবেন খ্রিষ্টারি, যিনি ইসরায়েলের সাথে এই শান্তি চুক্তির সূচনা করেছিলেন। যখন এই বলিদানগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, তখন যিহূদিয়ায় বসবাসকারী লোকদের পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এই জঘন্য ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই এক সর্বনাশের ঘটনা ঘটবে, যার পরে পৃথিবীতে আরও সাড়ে তিন বছরের বিচার চলবে, এবং তারপর আমরা স্বর্গ থেকে খ্রিষ্টের সাথে পৃথিবীতে শাসন ও রাজত্ব করার জন্য ফিরে আসব।

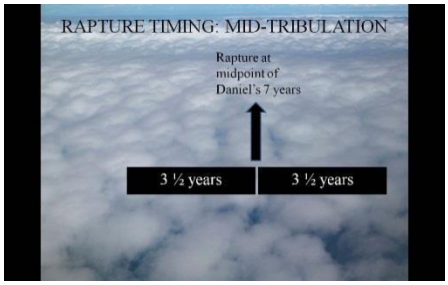

আপনি যদি একজন খ্রিষ্টান হন, আমি অনুমান করছি এই রূপরেখাটি আপনার কাছে খুবই পরিচিত মনে হবে। গির্জায় বড় হওয়ার সময় আমাকে এটাই শেখানো হয়েছিল। তবে, আমি বরাবরই এমন একজন মানুষ যে বিভিন্ন বিষয়কে চ্যালেঞ্জ বা প্রশ্ন করে, এবং এই সময়সীমার ব্যাপারে আমি কখনোই পুরোপুরি স্থির ছিলাম না। উদাহরণস্বরূপ, আমি প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে দেখেছি যে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, নারীটিকে ঈশ্বরের দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত করা একটি স্থানে মাত্র সাড়ে তিন বছরের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই আমি অবাক হয়েছিলাম যে, গির্জা কেন এই ব্যাপারে এত অনড় ছিল যে সাত বছরের মহাক্লেশের সময়কাল শুরু হওয়ার আগেই মহাপ্রত্যাবর্তন অবশ্যই ঘটবে, কারণ ধর্মগ্রন্থে সাড়ে তিন বছর সময়কাল, বা এক কাল, দুই কাল ও অর্ধ কাল, বা ৪২ মাস বা ১২৬০ দিনের, সেইসাথে ১২৯০ এবং ১৩৩৫ দিনের গণনার অনেক উল্লেখ ছিল, যে দুটিই প্রায় সাড়ে তিন বছরের কাছাকাছি ছিল। আমি মনে করি আপনি বলতে পারেন যে আমি মহাক্লেশের মধ্যবর্তী সময়ের মতামতের দিকেই বেশি ঝুঁকেছিলাম, অর্থাৎ শেষ সাত বছরের মাত্র অর্ধেক সময় পৃথিবীতে মহাক্লেশের সময় হবে।

সত্যি বলতে কি, শেষকালের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না। ২০০১ সালের ৪ঠা জানুয়ারি, রাত ১টায় প্রভু যখন আমার সাথে কথা বললেন এবং আমাকে জানালেন যে আমাকে যোহন বাপ্তাইজকের মতো

হতে হবে এবং এমন কিছু লিখতে হবে যা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আসন্ন প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে, কেবল তখনই আমি বুঝতে পারলাম যে প্রভু চান আমি ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অধ্যয়ন করি এবং শাস্ত্র থেকে বুঝি কীভাবে তাঁর শেষকালের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। তারপর, ২০১২ সালে, তিনি আমাকে এই ধাঁধার বিভিন্ন অংশ দিতে শুরু করলেন এবং অধ্যয়নের জন্য বিভিন্ন তারিখ ও উৎসবের দিকে নির্দেশ করলেন, আর ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, এই বইটি তৈরি হলো। আমি এখন সম্পূর্ণ ধাঁধাটি দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে আপনাদের সাথে তা ভাগ করে নিতে চাই।

পৌলের ভ্রমণসঙ্গী বার্নাবাসের পত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, মানবজাতির জন্য প্রভুর একটি ৭০০০ বছরের পরিকল্পনা রয়েছে এবং ৬০০০ বছর পর, খ্রীষ্ট পৃথিবীতে শাসন ও রাজত্ব করার জন্য ১০০০ বছরের জন্য ফিরে আসবেন। এই শিক্ষাটি আদিম মণ্ডলীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং সমগ্র বাইবেল জুড়েই এর ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বার্নাবাসের পত্রের ১৫ অধ্যায়ের ৩-৫ পদ থেকে:

তিনি সৃষ্টির শুরুতে বিশ্রামবার সম্বন্ধে বলেন, "ঈশ্বর ছয় দিনে তাঁর হস্তের সকল কাজ সম্পন্ন করলেন এবং সপ্তম দিনে তা শেষ করে সেই দিনে বিশ্রাম নিলেন ও দিনটিকে পবিত্র করলেন।"বাচ্চারা, লক্ষ্য করো, "তিনি ছয় দিনে শেষ করলেন"—এর অর্থ কী? তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রভু ছয় হাজার বছরে সবকিছুর শেষ করবেন, কারণ তাঁর কাছে একদিন মানে হাজার বছর।.আর তিনি নিজেই আমার সাক্ষী, যখন তিনি বলেন, "দেখো, প্রভুর দিন সহস্র বছরের সমান হবে।" সুতরাং, হে সন্তানগণ, ছয় দিনে, অর্থাৎ ছয় হাজার বছরে, সবকিছু সম্পূর্ণ হবে। "এবং তিনি সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিলেন।" এর অর্থ হলো, যখন তাঁর পুত্র আসবেন, তখন তিনি দুষ্টের সময়কে ধ্বংস করবেন, এবং অধার্মিকদের বিচার করবেন, এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে পরিবর্তন করবেন, আর তারপর তিনি সপ্তম দিনে সত্যই বিশ্রাম নেবেন।

ছেলের জন্মের সময় বয়স	বছর	বাইবেলের শ্লোক
অ্যাডাম	১২৯.৫	আদিপুস্তক ৫
সেথ	১০৪.৫	আদিপুস্তক ৫
এনোশ	৮৯.৫	আদিপুস্তক ৫
কেনান	৬৯.৫	আদিপুস্তক ৫
মহালালেল	৬৪.৫	আদিপুস্তক ৫
জ্যারেড	১৬১.৫	আদিপুস্তক ৫
ইনোক	৬৪.৫	আদিপুস্তক ৫
মেথুসেলাহ	১৮৬.৫	আদিপুস্তক ৫
লেমেক	১৮১.৫	আদিপুস্তক ৫
নোয়া	৫০১.৫	আদিপুস্তক ৫
শেম	৯৯.৫	আদিপুস্তক ১১
আরফ্যাক্সাড	৩৪.৫	আদিপুস্তক ১১
শেলাহ	২৯.৫	আদিপুস্তক ১১
এবার	৩৩.৫	আদিপুস্তক ১১

পেলেগ	২৯.৫	আদিপুস্তক ১১
রিউ	৩১.৫	আদিপুস্তক ১১
সেরুগ	২৯.৫	আদিপুস্তক ১১
উপরে	২৮.৫	আদিপুস্তক ১১
তেরাহ	১৩০	আদিপুস্তক ১১:২৬, ৩২, আদিপুস্তক ১২:৪, প্রেরিত ৭:৪
আব্রাহাম থেকে শুরু হওয়া ঘটনাগুলি	বছর	বাইবেলের শ্লোক
আব্রাহাম হারান থেকে মিশর ও কানানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।	৭৪.৫	আদিপুস্তক ১২:৪
ইসরায়েল মিশর ত্যাগ করে	৪৩০	যাত্রাপুস্তক ১২:৪০
রাজার রাজত্ব / ঘটনা	বছর	বাইবেলের শ্লোক
সলোমন মন্দির নির্মাণ শুরু করেন	৪৭৯	১ রাজাবলি ৬:১
রাজা হিসেবে সলোমনের অবশিষ্ট বছরগুলো	৩৬	১ রাজাবলি ৬:১, ১ রাজাবলি ১১:৪২
রেহোবোয়ামের শাসন	১৬.৫	১ রাজাবলি ১৪:২১
আবিজার শাসন	২.৫	১ রাজাবলি ১৫:২
এটাই নিয়ম।	৪০.৫	১ রাজাবলি ১৫:১০
যিহোশাফটের শাসন	২৪.৫	১ রাজাবলি ২২:৪২
যিহোরামের শাসন	৭.৫	২ রাজাবলি ৮:১৭
আহাজিয়ার শাসন	১	২ রাজাবলি ৮:২৬
আথালিয়ার শাসন	৬	২ রাজাবলি ১১:৩
জোয়াশের নিয়ম	৩৯.৫	২ রাজাবলি ১২:১
আমাজিয়ার শাসন	২৮.৫	২ রাজাবলি ১৪:২
আজারিয়ার শাসন	৫১.৫	২ রাজাবলি ১৫:২
Jotham’s rule	১৫.৫	২ রাজাবলি ১৫:৩৩
আহাজের শাসন	১৫.৫	২ রাজাবলি ১৬:২
হিজিয়ার শাসন	২৮.৫	২ রাজাবলি ১৮:২
মনাসসের শাসন	৫৪.৫	২ রাজাবলি ২১:১
আমনের শাসন	১.৫	২ রাজাবলি ২১:১৯

যোশিয়ের শাসন	৩০.৫	২ রাজাবলি ২২:১
যিহোয়াহাজ	০.২৫	২ রাজাবলি ২৩:৩১
যিহোয়াকিম	১০.৫	২ রাজাবলি ২৩:৩৬
যিহোয়াচিন	০.২৫	২ রাজাবলি ২৪:৮
জেদেকিয়াহ	৮.৫	২ রাজাবলি ২৫:১
খ্রিস্টপূর্ব ১ অব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলনীয় আক্রমণ	৫৮৫	
১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত	২০১৩	
মোট:	৬০০০	

যখন আমি বাইবেলের ৬০০০ বছর যোগ করলাম, তখন দেখলাম তা ২০১৩ সালের কাছাকাছি সময়েই শেষ হয়েছে। আমি জানতাম যে আমার হিসাবে কয়েক বছরের ভুল হতে পারে, কিন্তু গাণিতিকভাবে আমার মনে হয়নি যে ৭ বছরের বেশি ভুল হতে পারে, তাই ২০২০ সালের পরে ৬০০০ বছর শেষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখিনি। ২০২০ সালেই আমি 'বুক অফ জুবিলিস' সম্পর্কে জানতে পারি, যা আমাদের বলে যে মানবজাতির পতনের আগে আদম ও হাওয়া ৭ বছর ধরে ইডেন উদ্যানে ছিলেন। তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, প্রভু যদি সৃষ্টি থেকে নয়, বরং মানবজাতির পতন থেকে ৬০০০ বছর গণনা করে থাকেন, তবে তা ২০২০ সালের খুব কাছাকাছি সময়েই শেষ হতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে এই ধাঁধাটি ইঙ্গিত করে যে সৃষ্টি থেকে ৬০০০ বছর ২০১৬ সালে এবং মানবজাতির পতন থেকে ২০০০ বছর ২০২৩ সালে শেষ হবে।

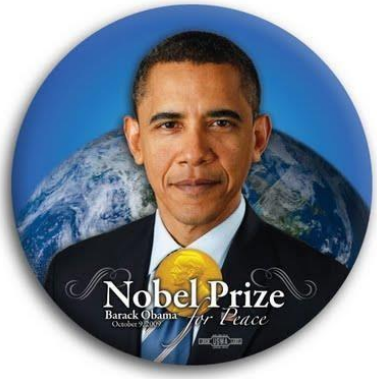

২০১২ সালের কথা, সেই সময়ে প্রভু আমাকে দেখাতে শুরু করলেন যে দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহ (একটি ৭-বছরের সময়কাল যেখানে প্রতিটি "দিন" এক বছরের সমান) সপ্তম দিনে শুরু হয়েছিল। ২০০৯ সালের কুটির দিবস এবং চব্বিশতম কিসলেভের দিন। হগ্গয় ২ অধ্যায়ে এই দুটি তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে প্রভু আকাশ ও পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেবেন এবং সমস্ত জাতির আকাঙ্ক্ষিতদের নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। এটি ছিল সপ্তম দিনে। সুক্কোত পর্বের দিনে জনাব ওবামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, যদিও এই পুরস্কার পাওয়ার মতো কোনো কাজই তিনি করেননি, এবং তারপর চব্বিশতম নোবেল শান্তি দিবস শুরু হওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তিনি পুরস্কারটি গ্রহণ করেন। কিসলেভের দিন। এই দুটি তারিখ দিয়েই দানিয়েলের সত্তরতম দিন শুরু হয়েছিল। সপ্তাহ। পুরস্কার গ্রহণের জন্য নির্বাচিত হওয়ার ঠিক ১২৬০ দিন পর, তিনি বেথলেহেমে গেলেন এবং সেই পবিত্র স্থানে দাঁড়ালেন যেখানে তাঁর থাকার কথা ছিল না, এবং যিশুর জন্মের গির্জায় অনুষ্ঠিত হওয়া দৈনিক প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার উৎসর্গ বন্ধ করে দিলেন। এটি ছিল সেই একই স্থান যা ২০০২ সালে সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা অপবিত্র করা হয়েছিল, যা দানিয়েল ১১:৩১-এ দেওয়া ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা ছিল। তার সশস্ত্র বাহিনী মন্দির-দুর্গকে অপবিত্র করতে জেগে উঠবে এবং দৈনিক বলিদান প্রথা বিলুপ্ত করবে। তারপর তারা সেই সর্বনাশা ঘৃণ্য বস্তু স্থাপন করবে।

চার্চ অফ দ্য নেটিভিটি একটি মন্দির-দুর্গের মতো করে নির্মিত হয়েছিল এবং ২০০২ সালে ফিলিস্তিনিরা সেখানে হানা দিয়ে এটিকে অপবিত্র করে। সেই সময়ে তারা দৈনিক বলিদানও বন্ধ করে দিয়েছিল। ২০০২ সালের সেই ঘটনার পর, আমরা দেখলাম ২০১৩ সালের ২২শে মার্চ কীভাবে সেই সর্বনাশা ঘৃণ্য কাজটি সংঘটিত হয়েছিল। সারা বিশ্বের বহু খ্রিস্টান এটিকে সবচেয়ে পবিত্র স্থান, অর্থাৎ সেই স্থান বলে মনে করেন যেখানে

খ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল। এটি একটি পবিত্র স্থান যেখানে সারা বিশ্বের খ্রিস্টানরা প্রভুর উপাসনা করতে এবং আমাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে পৃথিবীতে আসার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে যান।

যিশু আমাদের সতর্ক করেছিলেন যে, যখন আমরা এই ঘটনা দেখব, তখন আমাদের পাহাড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত, কারণ শীঘ্রই সর্বনাশ নেমে আসবে। আমি ধর্মগ্রন্থে দেখলাম সেখানে ১২৬০ দিন, ১২৯০ দিন এবং ১৩৩৫ দিনের গণনার উল্লেখ আছে। যখন আমি ২০১৩ সালের ২২শে মার্চের সেই ঘৃণ্য ঘটনা থেকে ১২৯০ দিন গণনা করলাম, তখন তা আমাকে সরাসরি ২০১৬ সালের তূরী উৎসবে নিয়ে গেল। আমি ভাবছিলাম, ইহুদি উৎসবগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে ১২৬০ এবং ১৩৩৫ দিন কীভাবে খাপ খেতে পারে। এগুলোর খাপ খাওয়ার একমাত্র জায়গা ছিল যদি আমরা ২০১৩ সালের ২রা মে থেকে ১২৬০ এবং ১৩৩৫ দিন গণনা করতাম, তাহলে আমরা ২০১৬ সালের বড়দিনের দিনে প্রায়শ্চিত্তের দিনে এবং হানুক্কার শুরুতে পৌঁছাতাম। জনাব ওবামা আমাদের বলেছিলেন যে তিনি বড়দিনে যুদ্ধে জয়ী হবেন। পুরো ধাঁধাটি পুরোপুরি বোধগম্য হলো এবং সমস্ত সংখ্যার গণনা মিলে গেল। প্রভু সেই ঘৃণ্য ঘটনার জন্য ৪০ দিন অপেক্ষা করছিলেন এবং তারপর সপ্তম দিনে মহাক্লেশ শুরু করবেন। তাঁর বর্ষপঞ্জি অনুসারে ২০১৩ সালের খামিরবিহীন রুটির উৎসবের দিন। ২০১৩ সালে ইহুদি বর্ষপঞ্জি ঈশ্বরের বর্ষপঞ্জি থেকে এক মাস পিছিয়ে ছিল, কারণ তারা বসন্ত বিষুবের আগে তাদের বাইবেলীয় বছর শুরু করেছিল। প্রভু এটি ঘটতে দিয়েছিলেন যাতে আমরা দেখতে পারি কীভাবে জনাব ওবামা দশম দিনে একটি ধার করা পশুর পিঠে চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেছিলেন। (ইহুদি বর্ষপঞ্জী অনুসারে) নিসান মাসের দিনে, ঠিক যেমন খ্রীষ্ট করেছিলেন, এবং তারপরের দিনই খ্রীষ্ট তাঁর শিষ্যদের কাছে একাদশ দিনের সেই ঘৃণ্য ঘটনাটি সম্পর্কে বলেছিলেন। নিসান মাসের একাদশ দিনে জনাব ওবামা চার্চ অফ দ্য নেটিভিটিতে গিয়েছিলেন। নিসান মাসের দিন। প্রভু স্পষ্টতই আমাদের এই ঘটনাটির দিকেই ইঙ্গিত করছিলেন, যা ঘটেছিল ৭ তারিখে জনাব ওবামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করার ১২৬০ দিন পর। তাঁবু পর্বের দিন। তাঁবু পর্বের সপ্তম দিনেই ইহুদিরা তাদের মসিহের আগমনের প্রত্যাশা করত এবং ঠিক সেই দিনেই খ্রীষ্ট উচ্চস্বরে উঠে দাঁড়িয়ে লোকদের তাঁর কাছে আসতে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তাদের জীবন্ত জলের ঝর্ণা দেবেন। ২২শে মার্চ, ২০১৩ থেকে ৩০শে এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত ৪০ দিন ছিল একটি পরীক্ষার সময়, ঠিক যেমন তিনি নিনেভেকে দিয়েছিলেন - পৃথিবীতে এবং আমেরিকার উপর তাঁর বিচার আনার আগে অনুতাপ করার একটি সময়। আমেরিকা এমন একটি দেশ যা একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র হিসাবে শুরু হয়েছিল এবং সমস্ত জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, বিশ্বের জন্য আলো, আশা এবং স্বাধীনতার স্তম্ভ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ইস্রায়েলের মতো বারবার প্রভুর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। প্রভু ইস্রায়েলকে বারবার অনুতাপ করতে এবং তাঁর দিকে ফিরে আসতে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু অবশেষে তিনি তার বিরুদ্ধে তাঁর বিচার নিয়ে আসেন এবং তার দেশকে জনশূন্য করে দেন।

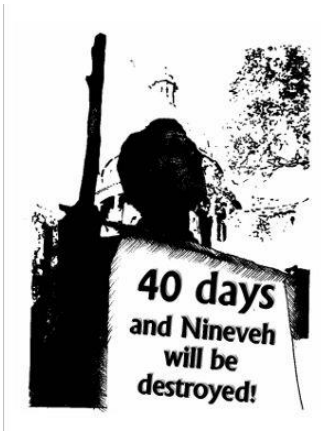

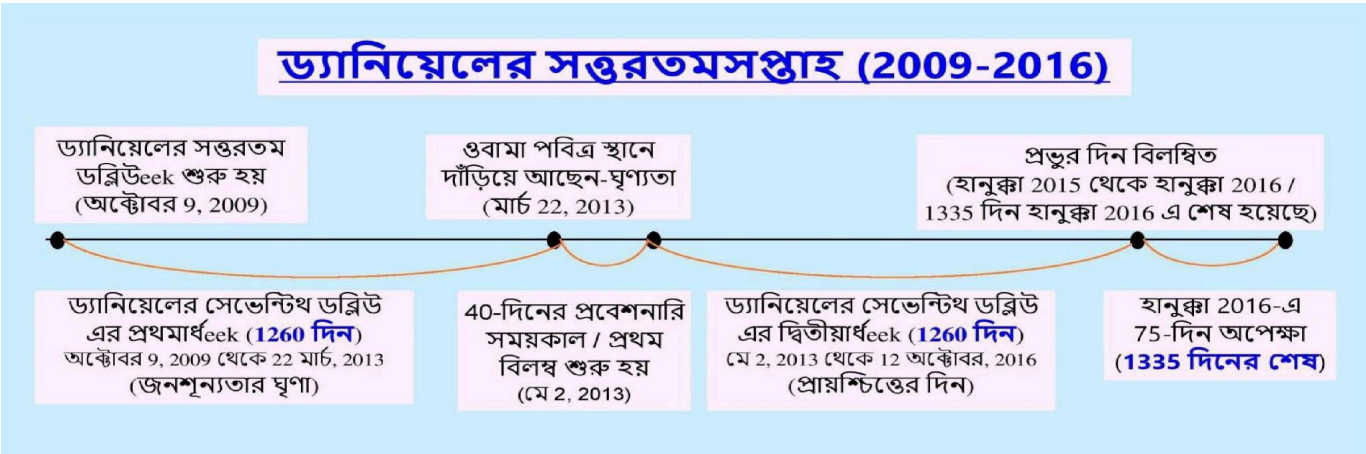

২০১৩ সালের ২রা মে-র কথায় ফিরে গেলে দেখা যায়... ধর্মগ্রন্থ খুব স্পষ্টভাবে আমাদের সেই সময়টিকে আমেরিকা ও বিশ্বের উপর বিচারের সময় হিসাবে নির্দেশ করে, যার পরে সাড়ে তিন বছরের মহাক্লেশের সময়কাল আসবে। খ্রীষ্টের বধূকে ঈশ্বরের দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত করা এক স্থানে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, যা সর্পের নাগালের বাইরে থাকবে। কিন্তু কিছুই ঘটেনি। কী ঘটেছিল এবং কীভাবে প্রভু আমেরিকা ও বিশ্বের বিরুদ্ধে তাঁর বিচার স্থগিত রেখেছিলেন, তা বুঝতে আমার ৫ মাস সময় লেগেছিল। প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করলেন যে, ২০১৩ সালের ৩০শে এপ্রিল থেকে ২রা মে পর্যন্ত, আমেরিকার প্রতি প্রভুর করুণার জন্য একটি বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা আন্দোলন চলছিল। ২০১৩ সালের ৩০শে এপ্রিল ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অনুতাপ দিবস এবং ২রা মে ছিল আমেরিকার জাতীয় প্রার্থনা দিবস। ২০১৩ সালের ২৫শে এপ্রিল, অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় প্রার্থনা ও উপবাস দিবসের দলের পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রার্থনা ও উপবাস করার একটি বিশ্বব্যাপী আহ্বান জানানো হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান দলটি ঈশ্বরের নির্দেশনায় ৩০শে এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অনুতাপ দিবসের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে উদ্যোগী হয়েছিল। এবং ২ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রার্থনা দিবস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৭২ ঘন্টার প্রার্থনা ও উপবাসের একটি বিশ্বব্যাপী আহ্বান জানানো হয়েছিল। ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিল একটি টেলিকনফারেন্সে আমেরিকান প্রার্থনা নেতারা বিনীতভাবে ও কৃতজ্ঞতার সাথে এটি গ্রহণ করেছিলেন।

শাস্ত্রগ্রন্থে যোনার গল্পের মাধ্যমে এই সবকিছুরই পূর্বাভাস আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে দেখানো হয়েছে কীভাবে ৪০ দিনের অনুগ্রহকালের পর অনুতাপের কারণে নীনবের বিরুদ্ধে বিচার বিলম্বিত হয়েছিল। রানী এস্টারের গল্পের মাধ্যমেও এর পূর্বাভাস আমাদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, যিনি ৩ দিন প্রার্থনা ও উপবাসের পর তাঁর প্রজাদের জন্য করুণা ভিক্ষা করতে রাজার কাছে গিয়েছিলেন। করুণা করা হয়েছিল। সেই সময়ে, আমি কেবল ধরে নিয়েছিলাম যে প্রভু মহাক্লেশের দিনগুলি সংক্ষিপ্ত করছেন, যেমনটি তিনি মথি ২৪:২২ পদে আমাদের বলেছিলেন। ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত খামিরবিহীন রুটির উৎসবের শুরুতে সংঘটিত রক্তিম চন্দ্রোদয় এবং তারপর ২০১৫ সালে বাইবেলীয় ও ইহুদি নববর্ষের শুরুতে সংঘটিত সূর্যগ্রহণ এই সময়রেখার সাথে নিখুঁতভাবে মিলে যায়, যা দেখায় যে কীভাবে ২০১৬ সাল হবে প্রভুর দিন, দানিয়েলের সত্তরতম দিনের সপ্তম দিন। সপ্তাহ। শাস্ত্র আমাদের যোয়েল ২ এবং প্রেরিত ২ অধ্যায়ে বলে যে, প্রভুর সেই মহান ও ভয়ঙ্কর (বা গৌরবময়) দিন শুরু হওয়ার আগে সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে এবং চাঁদ রক্তবর্ণ ধারণ করবে।

আমি ২০১৫ সালের প্রায়শ্চিত্তের দিনটিকে প্রথম র‍্যাপচার সংঘটিত হওয়ার দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলাম। আমি বিশ্বাস করতাম যে ২০১৬ সালের হানুক্কার শুরুতে একটি দ্বিতীয় র‍্যাপচার হবে এবং ২০১৭ সালের ১লা জানুয়ারি হানুক্কার সপ্তম দিনে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন ঘটবে, যা নতুন সহস্রাব্দের সূচনা করবে। প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে দুটি ফসল তোলার ঘটনার কথা বলা হয়েছে এবং প্রকাশিত বাক্য আমাদের তিনটি মহাবিপদের ঘটনার কথা জানায়। আমি বিশ্বাস করি যে এই দুটি ফসল তোলার ঘটনা হলো র‍্যাপচারের ঘটনা এবং এগুলো প্রকাশিত বাক্যের প্রথম দুটি মহাবিপদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, এবং তারপর তৃতীয় মহাবিপদের ঘটনাটি হলো পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন।

তবে, দুটি মহাপ্রলয় এবং পৃথিবীতে যিশুর দ্বিতীয় আগমন ২০১৫ বা ২০১৬ সালে ঘটেনি। তারপর থেকে এখন ১০ বছর কেটে গেছে। এই ১০ বছর ধরে আমি ঈশ্বরের সময়রেখায় আমাদের অবস্থান কোথায়, তা বোঝার চেষ্টা করে আসছি।

আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, ২০১৬ সালে সৃষ্টির সময় থেকে ৬০০০ বছরের সমাপ্তি ঘটেছে। জুবিলিস গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে, পতনের পূর্বে আদম ও হাওয়া ৭ বছর ধরে উদ্যানে ছিলেন। যদি প্রভু এখন সৃষ্টির সময় থেকে নয়,

বরং মানুষের পতনের সময় থেকে ৬০০০ বছর গণনা করে থাকেন, এবং যদি সৃষ্টির সময় থেকে ৬০০০ বছরের সমাপ্তি ২০১৬ সালে ঘটে থাকে, তাহলে ২০২৩ সাল হবে মানুষের পতনের সময় থেকে ৬০০০ বছরের সমাপ্তি।

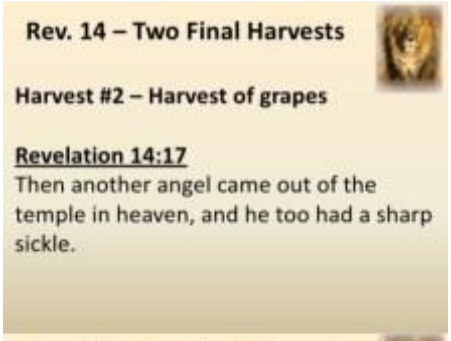

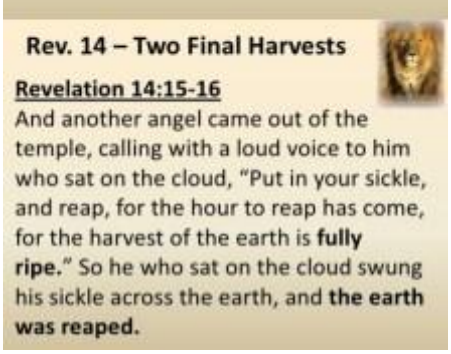

তাহলে, ধাঁধাটিতে ফিরে আসা যাক। ২০০৯ থেকে ২০১৬ কীভাবে ড্যানিয়েলের সত্তরতম বছর হতে পারে? যদি ২০২৬ সালেও আমরা এখানে থাকি এবং তখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে যিশুর দ্বিতীয় আগমন বা মহাপ্রলয় না ঘটে, তাহলে কী হবে?

ধর্মগ্রন্থে আমরা ১৪ বছরের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল দেখতে পাই। প্রথমটি হলো যোসেফের সময়ে সাত বছরের প্রাচুর্যের সময়কাল, যার পরে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ এসেছিল। আপনি এই কাহিনীটি আদিপুস্তক ৪১-৪৭ অধ্যায়ে পড়তে পারেন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ১৪ বছরের সময়কাল যাকোবের কাহিনীতে পাওয়া যায়, যিনি রাহেলকে বিয়ে করার জন্য ৭ বছর পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু লাবানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার বোন লেয়াকে বিয়ে করেন। এরপর তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসা, রাহেলকে বিয়ে করার জন্য তাঁকে আরও ৭ বছর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ধর্মগ্রন্থ আদিপুস্তক ২৯:২০ পদে আমাদের বলে -সুতরাং, যাকোব রাহেলকে পাওয়ার জন্য সাত বছর সেবা করেছিলেন, কিন্তু তার প্রতি ভালোবাসার কারণে সেই সময়টা তার কাছে মাত্র কয়েক দিনের মতো মনে হয়েছিল। সুতরাং, সব মিলিয়ে যাকোবকে তাঁর সত্যিকারের ভালোবাসা রাহেলকে বিয়ে করার জন্য ১৪ বছর কাজ করতে হয়েছিল, ৭ বছর নয়, যেমনটা তাঁকে প্রথমে বলা হয়েছিল।

ধর্মগ্রন্থের এই দুটি ঘটনা কি আমাদের জন্য এই ইঙ্গিত দিচ্ছিল যে, প্রভু দানিয়েলের সত্তরতম জন্মদিনের সাত বছরের সময়কালকে দ্বিগুণ করতে যাচ্ছিলেন? সপ্তাহ, এবং এটিকে ১৪ বছরের সময়কাল বানানো? আমরা জানি যে ২০০৯ সালের শরৎকালে সত্তরতম সপ্তাহ শুরু হয়েছিল। দানিয়েলের সপ্তাহ, অথবা দানিয়েল ৯ অধ্যায়ে উল্লেখিত এই ৭ বছরের সময়কাল। যদি প্রভু দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহকে দ্বিগুণ করেন সপ্তাহ, তাহলে ২০২৩ সালে, সুক্কোত ও হানুক্কা উৎসবের সময় চৌদ্দ বছর শেষ হতো।

দানিয়েল ৯:২৭ –এবং তিনি অনেকের সঙ্গে এক 'সাত'-এর জন্য একটি চুক্তি দৃঢ় করবেন। হিব্রু ভাষায় "এক" বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দটি হলো 'eḥāḏ এবং এর অর্থ "প্রথম"-ও হতে পারে। এবং তিনি প্রথম 'সাত' সালের জন্য অনেকের সঙ্গে একটি চুক্তি নিশ্চিত করবেন। এই শ্লোকটির একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো, যখনই "প্রথম" শব্দটি থাকে, তার মানে হলো একটি "দ্বিতীয়"ও আছে। সুতরাং, যদি এই শ্লোকটির সঠিক ব্যাখ্যায় "এক"-এর পরিবর্তে "প্রথম" শব্দটি ব্যবহার করা হয়, তাহলে দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহের সাথে অবশ্যই একটি দ্বিতীয় সপ্তাহ যুক্ত হবে। সপ্তাহ। পুরাতন নিয়মে ছত্রিশ বার এই 'eḥāḏ' শব্দটি "এক" এর পরিবর্তে "প্রথম" হিসাবে অনূদিত হয়েছে।

১ রাজাবলি ৮:৬৫সুতরাং সেই সময়ে শলোমন উৎসব পালন করলেন এবং তাঁর সঙ্গে সমস্ত ইস্রায়েলীয় জনতাও—লেবো হামাথ থেকে মিশরের উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল জনসমাবেশ। তারা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের সামনে সাত দিন এবং আরও সাত দিন ধরে তা উদযাপন করল।মোট চৌদ্দ দিন.

২ বংশাবলি ৩০:২৩তখন সমগ্র সভা সম্মত হলোউৎসবটি আরও সাত দিন উদযাপন করো; তাই আরও সাত দিন তারা আনন্দের সাথে উৎসব পালন করল।.

পবিত্র শাস্ত্রে দুইবার দেখা যায় যে ইস্রায়েলীয়রা তাদের সাত দিনের উৎসব চৌদ্দ দিন ধরে উদযাপন করত। প্রথমবার ছিল

১ রাজাবলি ৮ অধ্যায়ে, যখন কুটির পর্ব দুই সপ্তাহ ধরে পালিত হয়েছিল। দ্বিতীয়বার হলো ২ বংশাবলি ৩০ অধ্যায়ে, যখন নিস্তারপর্ব মাত্র এক সপ্তাহের পরিবর্তে পুরো দুই সপ্তাহ ধরে পালিত হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই, উদযাপন এতটাই ব্যাপক ছিল যে লোকেরা তা থামিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চায়নি, বরং উৎসব আরও এক সপ্তাহ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জোর দিয়েছিল।

প্রভু পুরাতন নিয়মে আমাদের জন্য এমন কিছু রীতি স্থাপন করেছিলেন, যা তাঁর দ্বিতীয় আগমনে পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে শেষ দিনগুলোর সময়কালের একটি পূর্বাভাস ছিল। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহকে খামিরবিহীন রুটির পর্ব এবং কুটির পর্বের আদলে তৈরি করছেন। দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহে, প্রতিটি দিন এক বছরের সমান। সুতরাং, সপ্তম দিনটি হলো সপ্তম বছর। কিন্তু, যদি প্রভু এটিকে দ্বিগুণ করে ১৪ দিনের বা ১৪ বছরের একটি সময়কাল করেন, তবে এটি ১৪ বছর ধরে চলবে।

যদি দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহ ২০০৯ সালে তাঁবু পর্ব ও হানুক্কার সময় শুরু হয়ে থাকে, তাহলে চতুর্দশ বছরটি ২০২৩ সালে তাঁবু পর্ব ও হানুক্কার সময় শেষ হতো। চতুর্দশ বছরটি খামিরবিহীন রুটির পর্বের সপ্তম দিন, অর্থাৎ বিশ্রামবারকে নির্দেশ করে। কিন্তু খামিরবিহীন রুটির পর্বের মতো নয়, তাঁবু পর্বে একটি অষ্টম দিন যোগ করা হয়েছিল – এবং (খামিরবিহীন রুটির পর্বের মতো) ইহুদিদের প্রথম ও সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিতে বলার পরিবর্তে, তাদের প্রথম ও অষ্টম দিনে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল।

২০২৩ সালের শরৎ থেকে ২০২৪ সালের হানুক্কা পর্যন্ত সময়কালটি ছিল অষ্টম দিনের একটি প্রতিরূপ। প্রভু দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহকে দ্বিগুণ করে ১৪ বছর করেছিলেন এবং তারপর পঞ্চদশ বছরটি কুটির পর্বের অষ্টম দিনের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এটি ছিল বিশ্রামবার।

যেহেতু ৭ বছরকে দ্বিগুণ করা হয়েছে, তাই ২০০৯ সালের শরৎকাল থেকে গণনা করলে নবম বছরটি পিছিয়ে ষোড়শ বছরে চলে যাবে। প্রভু যেন আমাদের দেখাচ্ছেন যে, সপ্তম ও অষ্টম দিন হবে বিশ্রামবার এবং নবম ও দশম দিন হবে পৃথিবীতে তাঁর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পরিপূর্ণতার সময়। তাঁবু পর্বের নবম দিনকে "সিমখাত তোরাহ" বলা হয়। এই দিনেই পবিত্র সিন্দুক থেকে ধর্মগ্রন্থগুলো বের করা হয় এবং ইহুদিরা গভীর রাত পর্যন্ত নাচ-গান ও আনন্দে মেতে থাকে। অর্থোডক্স এবং অনেক কনজারভেটিভ মণ্ডলীগুলোতে, বছরের কেবল এই সময়েই তোরাহ ধর্মগ্রন্থগুলো সিন্দুক থেকে বের করে রাতে পাঠ করা হয়।

তাঁবু পর্বের সময়, ইহুদিরা তাদের বাড়ি ছেড়ে তাঁবুতে বা আবাসে বাস করতে যায়। তাঁবু পর্ব শুরু হওয়ার দিন থেকে গণনা করে দশম দিনে ইহুদিরা তাদের তাঁবু ছেড়ে তাদের স্থায়ী বাড়িতে ফিরে যায়, যা খ্রীষ্টের বধূর আমাদের দেহের পার্থিব 'তাঁবু' ছেড়ে খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার একটি পূর্বভাস, যেখানে আমরা এক চিরস্থায়ী দেহ লাভ করব।

আমরা মাকাবীয়দের পুস্তকে পড়ি যে, ধার্মিক ইহুদিরা ১৬৮-১৬৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তিন বছরের জন্য পাহাড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। তারা কিসলেভ মাসের পঁচিশ তারিখে দুষ্ট অ্যান্টিওকাস চতুর্থের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে, যে ছিল অ্যান্টি-ক্রাইস্টের এক পূর্বাভাস। এরপর তারা মন্দির শুদ্ধ করার জন্য অবিলম্বে জেরুজালেমে ফিরে আসে। ঐ তিন বছর ধরে তারা সঠিক সময়ে তাঁবু পর্ব উদযাপন করতে পারেনি, কারণ ১৬৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেখানে জিউসের একটি মূর্তি স্থাপন

করার ফলে মন্দিরটি অপবিত্র হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা সেই সময়ে তাঁবু পর্ব উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এর নাম দেয় হানুক্কা, যার অর্থ পুনঃসমর্পণ। মন্দিরটি শুদ্ধ করা হয় এবং প্রভুর উদ্দেশ্যে পুনঃসমর্পণ করা হয়। এই সবই ছিল আমাদের জন্য সেই তিন বছরের এক পূর্বাভাস, যা প্রভু তাঁর বিস্ময়কর অন্তিম-সময়ের ধাঁধায় যোগ করবেন; যার শেষে তাঁর বধূ, তাঁর পবিত্র মন্দির, শুদ্ধ ও পবিত্র করা হবে এবং স্বর্গে হানুক্কার বিবাহ পর্ব উদযাপনের জন্য প্রস্তুত হবে।

এই তিন বছরের সময়কালের উল্লেখ দানিয়েল ১-এও করা হয়েছে, যেখানে আমরা কেবল তিন বছরের প্রশিক্ষণ পর্বের উল্লেখই দেখি না, বরং দশ দিনের একটি পরীক্ষার পর্বেরও উল্লেখ দেখি (যা এই ধাঁধায় দশ বছরকে প্রতিনিধিত্ব করে)। দানিয়েল ১ তাদের কথা বলে যারা নিজেদের কলুষিত করে না, যা আমাদের প্রকাশিত বাক্য ১৪-এর দিকে নির্দেশ করে, যেখানে আমরা প্রথম ফল হিসেবে তুলে নেওয়া সেইসব ব্যক্তিদের বিষয়ে পড়ি যারা কলুষিত নয়। প্রকাশিত বাক্য ২-এ দশ দিনের একটি মহাক্লেশের সময়কালের উল্লেখ আছে, যার শেষে যারা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তারা জীবনের মুকুট লাভ করবে। দানিয়েল ১ এবং প্রকাশিত বাক্য ২-এ উল্লেখিত এই দশ দিন আমাদের ২০১৬ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত দশ বছরের অপেক্ষার দিকে নির্দেশ করছে, কারণ দানিয়েল ৯-এর ভবিষ্যদ্বাণীগুলো আমাদের একটি দিনকে একটি বছরের সমান বলে নির্দেশ করে।

আমি বিশ্বাস করি যে ২০২৬ সাল হলো খামিরবিহীন রুটির পর্বের শুরু থেকে গণনা করা দশম দিনের, অর্থাৎ বাইবেলের প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনের, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপূর্ণতা। আমরা দানিয়েল ১০ অধ্যায়ে দেখতে পাই যে, প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনেই প্রভু দানিয়েলের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল বহু লোকের কোলাহলের মতো। মেষশাবকের বিবাহের শুরুতে প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬-৮ পদে আমরা ঠিক একই শব্দচয়ন দেখতে পাই। প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনেই প্রভু দানিয়েলের কাছে পারস্যের (আধুনিক ইরান) সাথে যুদ্ধ, মৃতদের পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের লোকদের উদ্ধার (র‍্যাপচার) বিষয়ে অনেক আশ্চর্যজনক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।
আমি বিশ্বাস করি যে ২০২৬ সালটি হলো তাঁবু পর্বের শুরু থেকে গণনা করা দশম দিন, অর্থাৎ সপ্তম মাসের চব্বিশতম দিনের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপূর্ণতা। আমরা নহিমিয় ৯ অধ্যায়ে দেখি যে সপ্তম মাসের চব্বিশতম দিনেই যিহূদী লোকেরা চটের পোশাক পরেছিল, যা সেই দুজন সাক্ষীর (পিছনে থেকে যাওয়া সাধুগণ) একটি পূর্বভাস, যারা প্রথম ফল উত্তোলনের পর চটের পোশাক (অনুশোচনার চিহ্ন) পরিধান করে ঈশ্বরের দিকে ফিরে আসবে।

সুতরাং, এই ধাঁধাটি ২০০৯ সালের টাবারনাকলসের সপ্তম দিন এবং হানুক্কার আগের সন্ধ্যা থেকে শুরু করে ১ জানুয়ারী, ২০২৭-এর হানুক্কার আগের সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৭ বছর ধরে চলে। বাইবেলে সতেরো একটি আকর্ষণীয় সংখ্যা। সতেরো সংখ্যাটি দশ এবং সাত সংখ্যার তাৎপর্যের সাথে সম্পর্কিত। অন্য কথায়, ১৭ সংখ্যাটি সম্পূর্ণ (10) পবিত্রতা প্রকাশ করে। ১৭ সংখ্যার অর্থ হল "শত্রুকে পরাস্ত করা" এবং "সম্পূর্ণ বিজয়"।

আদিপুস্তক ৭:১১ -সতেরোতম দিনেদ্বিতীয় মাসেরযখন নূহের বয়স ৬০০ বছর ছিল, তখন মাটির নিচের ঝর্ণাগুলো মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে এবং চারিদিকে পানি প্রবাহিত হতে থাকে।

মথি ২৪:৩৭ -কিন্তু নোহের দিনের মতো মনুষ্যপুত্রের আগমনও সেই রকমই হবে।

জুবিলিস ৩:১৭ -এবং সেখানে তার পূর্ণ করা সাত বছর পর, ঠিক সাত বছর,এবং দ্বিতীয় মাসে,সতেরোতম দিনেসর্পটি এসে নারীটির কাছে গেল, এবংসর্পতিনি মহিলাটিকে বললেন, 'ঈশ্বর কি তোমাদের এই আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা বাগানের সব গাছের ফল খাবে না?'

প্রকাশিত বাক্য ১২: ১৫ -সুতরাংসর্প সে মুখ থেকে জল উগরে দিল যেনবন্যা মহিলাটির পিছনে, যেন সে তাকে বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

আদিপুস্তক ৮:৪ -"সপ্তম মাসে,সতেরোতম দিনেমাসের সেই দিনে, সিন্দুকটি আরারাত পর্বতমালার উপর এসে থামল।"

এই সমস্ত শাস্ত্রপদগুলো পাজলের টুকরোর মতো একত্রিত হয়ে সপ্তদশ দিনকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ তারিখ হিসেবে আমাদের দিকে নির্দেশ করে। আমরা আদিপুস্তক ৭:১১ পদে দেখতে পাই যে কীভাবেবন্যাদ্বিতীয় মাসের সতেরো তারিখে শুরু হয়েছিল। আমরা জুবিলিস গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ে দেখতে পাই যে, মানুষের পতনও দ্বিতীয় মাসের সতেরো তারিখে ঘটেছিল, যখনসর্পসেই মহিলার পরে এসেছিল। আমরা প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে দেখি যেসর্পসর্পটি সেই নারীর পিছনে আসে, কিন্তু তাকে ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত করা এক স্থানে, সর্পের নাগালের বাইরে, "এক কাল, দুই কাল ও অর্ধ কালের" জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ে আরও দেখি যে, সর্পটি বন্যারূপে জল নিক্ষেপ করে, যা আমাদের সেই দিকেই নির্দেশ করে।বন্যানোহের দিনে যা দ্বিতীয় মাসের সতেরোতম দিনে শুরু হয়েছিল। যিশু বলেছিলেন যে, নোহের দিনের মতো মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময়েও তেমনই হবে, যা মহাপ্লাবন এবং তাঁর ফিরে আসার আগে পৃথিবীর চূড়ান্ত বিচারের সাথে একটি স্পষ্ট সংযোগ স্থাপন করে। ঈশ্বর সতেরোতম দিনটিকে সেই দিন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যেদিন পৃথিবীর কর্তৃত্ব শয়তানের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং যেদিন পৃথিবীতে ঈশ্বরের বিচার শুরু হবে। আমরা আদিপুস্তক ৮-এ দেখি যেসিন্দুক বিশ্রাম নিলসপ্তদশ দিনে, যা সপ্তদশ দিনে প্রথম ফলস্বরূপ তুলে নেওয়া ব্যক্তিদের জন্য প্রভুর বিশ্রামের সূচনার পূর্বাভাস দেয়। এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো,পুনরুত্থানখ্রিস্টের ঘটনাটি প্রথম মাসের সতেরো তারিখে ঘটেছিল, যা ছিল এক পূর্বভাস।মৃতদের পুনরুত্থানদানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহের শুরু থেকে গণনা করলে সতেরোতম দিনে এটি সংঘটিত হয়েছিল!

যিশাইয় ৩৪:৮ -কারণ সদাপ্রভুর আছেপ্রতিশোধের দিন, প্রতিদানের বছরসিয়নের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করতে।

২০২৬ সালের ১৩ই জানুয়ারি, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লিখেছেন: "ভয় পেয়ো না, মিনেসোটার মহান জনগণ,হিসাব ও শাস্তির দিন আসছে।!

আমি বিশ্বাস করি, ২০২৬ সাল হলো সেই প্রতিশোধের দিন (বছর), যার দিকে ধর্মগ্রন্থ ইঙ্গিত করে। দানিয়েলের সপ্ততিতম সপ্তাহে প্রতিটি দিন একটি বছরের সমান। আমরা এটি যিশাইয় ৩৪ অধ্যায়েও দেখতে পাই, যেখানে প্রতিশোধের দিনটিকেও প্রতিফলের বছর বলা হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, ঠিক যেমন দানিয়েলের সপ্ততিতম সপ্তাহ ২০০৯ সালে তাঁবু পর্বের সপ্তম দিনে শুরু হয়েছিল, যেদিন জনাব ওবামাকে নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিল, ঠিক তেমনই তাঁবু পর্বের সপ্তম দিনে, অর্থাৎ ২০২৫ সালের ১৩ই অক্টোবর (বাবিলের পতনের বার্ষিকীতে), জনাব ট্রাম্প মিশরে একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার লক্ষ্য ছিল যুদ্ধবিরতি এবং জিম্মিদের মুক্তির পর গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটানো। জনাব ওবামা এবং জনাব ট্রাম্প উভয়কেই তাঁবু পর্বের সপ্তম দিনে শান্তিস্থাপক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তাঁরা দুজনেই শান্তিস্থাপক হতে চান, ইসরায়েল, আমেরিকা এবং সমগ্র বিশ্বের ত্রাণকর্তা হতে চান। একমাত্র খ্রিষ্টই ইসরায়েল, আমেরিকা এবং সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত ত্রাণকর্তা ও শান্তিস্থাপনকারী।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে আমরা তিনটি মহাবিপদকালীন ঘটনা সম্পর্কে পড়ি। এই তিনটি মহাবিপদকালীন ঘটনার প্রত্যেকটির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যার মধ্যে দুটি মহাপ্রত্যাবর্তন (বা ফসল সংগ্রহ) ঘটনা এবং পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন অন্তর্ভুক্ত। আমি বিশ্বাস করি যে, প্রভু শাস্ত্রসম্মতভাবে যতদূর সম্ভব বিলম্ব করবেন এবং পৃথিবীতে থেকে যাওয়া সাধুদের জন্য দিনগুলো সংক্ষিপ্ত করবেন। প্রভু চান না যে তাঁর সন্তানরা দীর্ঘ সময় ধরে কষ্ট পাক। প্রথম ফল মহাপ্রত্যাবর্তনটি পৃথিবীতে থেকে যাওয়া সাধুদের জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে, যাতে তারা অনুতাপ করে এবং পৃথিবীতে তাদের অবশিষ্ট অল্প সময়টুকু ব্যবহার করে যত বেশি সম্ভব আত্মাকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসে। এটি ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য নির্যাতন এবং দীর্ঘ কষ্টের সময় হওয়ার কথা নয়। প্রভু বলেছেন যে তিনি তাঁর মনোনীতদের জন্য

দিনগুলো সংক্ষিপ্ত করবেন এবং আমি শাস্ত্র থেকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি যে তিনি দিনগুলো ঠিক কতটা সংক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা করছেন।

মথি ২৪:২২ -আর সেই দিনগুলো সংক্ষিপ্ত না করা হলে কোনো প্রাণীই পরিত্রাণ পেত না; কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলো সংক্ষিপ্ত করা হবে।

এখন পর্যন্ত আমরা এটা প্রতিষ্ঠা করেছি যে, ব্যাবিলনের পতনের বার্ষিকী, অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর, ২০২৫-এর তাবোর পর্বের সপ্তম দিন থেকে ১/২ জানুয়ারি, ২০২৭-এর হানুক্কা উৎসবের আগের সন্ধ্যা (কিসলেভ মাসের চব্বিশতম দিন) পর্যন্ত সময়কালটি হলো এই ধাঁধার সপ্তদশ বছর এবং চূড়ান্ত "প্রভুর দিন"। এখন আমি সেই তিনটি মহাবিপদের ঘটনার নির্দিষ্ট তারিখগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাই। প্রকাশিত বাক্য ৮:১২ -তখন চতুর্থ স্বর্গদূত তূরী বাজালেন: আর সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ, চাঁদের এক-তৃতীয়াংশ ও নক্ষত্রপুঞ্জের এক-তৃতীয়াংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলো, ফলে সেগুলোর এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকার হয়ে গেল। দিনের এক-তৃতীয়াংশ আলো দিল না, এবং রাতেরও একই দশা হলো না।
ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে যে দিন ও রাতের এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে। আমি বিশ্বাস করি, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পৃথিবীতে আসন্ন এক-তৃতীয়াংশ বিচারের দিকেই ইঙ্গিত করছে।

যোহন ৯: ৪ -যতদিন দিন আছে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে। রাত আসছে, যখন কেউ কাজ করতে পারবে না।

আমোস ৫:২০ -সদাপ্রভুর দিন কি আলো নয়, অন্ধকার হবে না— ঘোর অন্ধকার, যেখানে আলোর লেশমাত্র থাকবে না?

ধর্মগ্রন্থে "প্রভুর দিন"-কে পৃথিবীতে এক "অন্ধকারের" সময় হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি "প্রভুর দিন" ১৩ই অক্টোবর, ২০২৫ (তাঁবু পর্বের সপ্তম দিন) থেকে ১৬ই জানুয়ারী, ২০২৭ (পৃথিবীতে খ্রীষ্টের প্রত্যাবর্তনের আগের শেষ দিন) পর্যন্ত হয়, তবে এর মোট সময়কাল হবে ৪৬০ দিন। এই দিনগুলোর শেষ এক-তৃতীয়াংশ (১৫৩ দিন) শুরু হবে ১৫/১৬ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে, প্রথম ফল উত্তোলনের সময়। অতএব, "প্রভুর দিন"-এর এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, কারণ ১৫/১৬ই আগস্ট, ২০২৬ তারিখে প্রথম ফসল তোলার ঘটনায় খ্রীষ্টের বধূকে তুলে নেওয়া হয়।

আমি বিশ্বাস করি, মহাক্লেশকাল ১৪০ দিনব্যাপী, যা ১৫/১৬ আগস্ট, ২০২৬ (নব দ্রাক্ষারসের প্রথম ফল উৎসব) থেকে ১/২ জানুয়ারী, ২০২৭ (হানুক্কার আগের সন্ধ্যা) পর্যন্ত চলবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রথম মহাক্লেশকালটি ১৫/১৬ আগস্ট, ২০২৬-এ প্রথম ফলের র‍্যাপচার এবং মহাক্লেশকালের শুরুর সাথে একই সময়ে ঘটবে। আমি বিশ্বাস করি, দ্বিতীয় মহাক্লেশকালটি প্রধান ফসল সংগ্রহের র‍্যাপচারের সাথে একই সময়ে ঘটবে এবং এটি ১/২ জানুয়ারী, ২০২৭-এ সংঘটিত হবে। আমি বিশ্বাস করি, তৃতীয় মহাক্লেশকালটি ১৭ জানুয়ারী, ২০২৭-এ পৃথিবীতে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সাথে একই সময়ে ঘটবে। আমি বিশ্বাস করি, মহাক্লেশকাল সাড়ে তিন বছর থেকে কমিয়ে মাত্র পাঁচ মাস করা হয়েছে এবং ঈশ্বরের ক্রোধ ৭৫ দিন থেকে কমিয়ে মাত্র দুই সপ্তাহ করা হয়েছে।

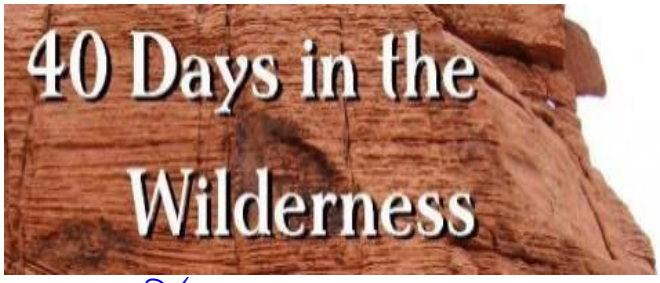

প্রকাশিত বাক্য ১২:মহিলাটি পালিয়ে গেলমরুভূমিতে ঈশ্বরের দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত করা এক স্থানে, যেখানে ১,২৬০ দিন ধরে তার যত্ন নেওয়া হবে... কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের জন্য ধিক্কার, কারণ শয়তান তোমাদের কাছে নেমে গেছে! সে ক্রোধে পরিপূর্ণ, কারণ সে জানে যে তার সময় সংক্ষিপ্ত... সেই নারীকে একটি বিশাল ঈগলের দুটি ডানা দেওয়া হয়েছিল, যেন সে তার জন্য প্রস্তুত করা স্থানে উড়ে যেতে পারে। নির্জন প্রান্তরেযেখানে তার যত্ন নেওয়া হবেএক কাল, দুই কাল ও অর্ধ কাল, সর্পের নাগালের বাইরে।

শাস্ত্র আমাদের বলে যে, প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায়ের নারীকে ঈশ্বরের দ্বারা মরুপ্রান্তরে তার জন্য প্রস্তুত করা এক স্থানে "এক কাল, দুই কাল ও অর্ধ কালের" জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এটি ১২৬০ দিনের একটি সময়কাল হওয়ার কথা ছিল, যা ২০১৬ সালের প্রায়শ্চিত্তের দিনে শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এটি বিলম্বিত ও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। আমরা যদি প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায় পড়া চালিয়ে যাই, তাহলে দেখতে পাব যে শয়তান ক্রোধে পরিপূর্ণ, কারণ তার সময় সংক্ষিপ্ত। সে ভেবেছিল পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য সে সাড়ে তিন বছর সময় পাবে, কিন্তু প্রভু সেই "সময়"কে ৩৬০ দিনের ভাববাদী বছর থেকে পরিবর্তন করে মাত্র ৪০ দিনে নিয়ে আসছেন।

ধর্মগ্রন্থে, প্রভু প্রায়শই সময়কাল অদলবদল করেন। উদাহরণস্বরূপ, দানিয়েলের সত্তরতম সপ্তাহ ৭ দিনের সমান নয়, বরং ৭ বছরের সমান। একটি দিন এক ঘন্টার সমান হতে পারে। একইভাবে, একটি দিন হাজার বছরের সমান। তাহলে, আমরা কীভাবে জানব যে প্রভু 'সময়ের' কোন এককটি ব্যবহার করতে চলেছেন? আমি বিশ্বাস করি, তিনি এই পদগুলোর মধ্যেই 'মরুভূমি'র উল্লেখ করে বিষয়টি লুকিয়ে রেখেছেন।

ধর্মগ্রন্থে ৪০ সংখ্যাটি পরীক্ষা, সংকট বা যাচাইয়ের একটি সময়কালকে বোঝায়। যখনই ধর্মগ্রন্থে কারো মরুপ্রান্তরে যাওয়ার কথা বলা হয়, তা ৪০ সংখ্যার সাথে যুক্ত থাকে। যিশু ৪০ দিন মরুপ্রান্তরে প্রলোভিত হয়েছিলেন। এলিয় ঈশ্বরের পর্বতে পৌঁছানোর আগে ৪০ দিন মরুপ্রান্তরে হেঁটেছিলেন। মোশি প্রভুর সাথে ৪০ দিন পর্বতে (যা এক প্রকার মরুপ্রান্তর) ছিলেন। মোশি মিশরে ফিরে আসার আগে ৪০ বছর মরুপ্রান্তরে ছিলেন। এরপর তিনি ইস্রায়েলীয়দের সাথে তাদের প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের আগে আরও ৪০ বছর মরুপ্রান্তরে কাটিয়েছিলেন। আমরা দানিয়েলের বিবরণ থেকে জানি যে, একটি দিন একটি বছরের সমান হতে পারে, তাই এটি ৪০ দিনের একটি সময়কালকে বোঝাতে পারে। যদি আমরা ৪০ কে ৩.৫ (এক কাল, দুই কাল এবং অর্ধ কাল) দিয়ে গুণ করি, তাহলে আমরা মোট ১৪০ দিন পাই। ধর্মগ্রন্থে ৪০ সংখ্যাটি পরীক্ষা, সংকট বা যাচাইয়ের একটি সময়কালকে বোঝায়।

প্রকাশিত বাক্য ১২:৫-৬ - সে দিলএকটি পুত্রসন্তানের জন্মএক পুত্রসন্তান, যে "লৌহদণ্ড দ্বারা সমস্ত জাতির উপর শাসন করবে"....নারীঈশ্বরের দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত করা এক স্থানে নির্জন প্রান্তরে পালিয়ে গেল। ...

লেবীয় পুস্তক ১২:২-৪ -ইস্রায়েলীয়দের বলো: 'যে নারী গর্ভবতী হয় এবংএকটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেনসে সাত দিনের জন্য অনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি থাকবে, ঠিক যেমন সে তার মাসিক ঋতুস্রাবের সময় অশুচি থাকে। অষ্টম দিনেছেলেটির খৎনা করানো হবে। তারপর মহিলাটিকে শুদ্ধ হওয়ার জন্য তেত্রিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তার রক্তক্ষরণ থেকে। তার শুদ্ধিকরণের দিনগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কোনো পবিত্র জিনিস স্পর্শ করতে বা তীর্থস্থানে যেতে পারবে না।

আমরা লেবীয় পুস্তক ১২ অধ্যায়ে দেখি যে, যখন কোনো নারী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন, তখন শুদ্ধ হওয়ার আগে তাকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। এটাই তার শুদ্ধিকরণের "সময়"। সেই নারী, বা খ্রীষ্টের বধূকে, ঈশ্বরের দ্বারা তার জন্য প্রস্তুত করা একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। যীশু আমাদের বলেছিলেন যে তিনি আমাদের জন্য একটি স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছেন, যেন যেখানে তিনি আছেন, আমরাও সেখানে থাকতে পারি। খ্রীষ্টের বধূকে অবশ্যই ১৪০ দিনের (৪০ × ৩.৫) একটি শুদ্ধিকরণের সময়কাল সহ্য করতে হবে। এই শুদ্ধিকরণের সময়কাল হলো ১৫/১৬ আগস্ট, ২০২৬ থেকে ১/২ জানুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত।

From and including: **Sunday, August 16, 2026**
To, but **not** including **Saturday, January 16, 2027**

Result: 153 days

It is 153 days from the start date to the end date, but not including the end date.

Or 5 months excluding the end date.

প্রকাশিত বাক্য ৯:১-৫ -পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, এবং আমি দেখলাম আকাশ থেকে পৃথিবীতে একটি তারা খসে পড়েছে। সেই তারাকে অতল গহ্বরের চাবি দেওয়া হয়েছিল। যখন সে অতল গহ্বরটি খুলল, তখন তা থেকে এক বিশাল চুল্লির ধোঁয়ার মতো ধোঁয়া উঠতে লাগল। অতল গহ্বরের ধোঁয়ায় সূর্য ও আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই ধোঁয়ার মধ্য থেকে পঙ্গপাল পৃথিবীতে নেমে এল এবং তাদেরকে পৃথিবীর বিচ্ছুদের মতো ক্ষমতা দেওয়া হলো। তাদেরকে বলা হয়েছিল পৃথিবীর ঘাস বা কোনো গাছপালা বা বৃক্ষের ক্ষতি না করতে, কিন্তু কেবল সেইসব লোকদের ক্ষতি করতে যাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর ছিল না। তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, কেবল নির্যাতন করার অনুমতি ছিল। পাঁচ মাস।

ধর্মগ্রন্থে আদিপুস্তক ৭ অধ্যায়ে মহাপ্লাবনের সময় পৃথিবীতে কতদিন জল বিরাজ করেছিল, সেই প্রসঙ্গে ১৫০ দিনের (৫টি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাস) একটি গণনার উল্লেখ আছে। আমি বিশ্বাস করি, এবার ২০২৬ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে ২০২৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত ১৫৩ দিনের (৫টি সৌর মাস) একটি গণনা হবে।

মথি ২৪:২২ পদে যীশু আমাদের বলেছিলেন যে পৃথিবীতে অন্ধকারের দিনগুলো সংক্ষিপ্ত করা হবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রকাশিত বাক্য আমাদের দেখায় যে পৃথিবীতে এই অন্ধকারের সময়কাল সাড়ে তিন বছর থেকে কমিয়ে মাত্র পাঁচ মাস করা হয়েছে। ঈশ্বরের বর্ষপঞ্জি অনুসারে এই মাসগুলো হলো আব, এলুল, তিশ্রেই, খেসভান এবং কিসলেভ।

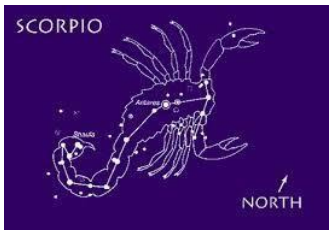

লূক ২১:২৫ -থাকবেসূর্য, চাঁদ এবং তারার চিহ্নপৃথিবীতে জাতিসমূহ সমুদ্রের গর্জন ও আলোড়নে কাতর ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে।

আদিপুস্তক ১:১৪ -এবং ঈশ্বরবলল,"চলুনসেখানে থাকবেআলোএইচটিএসএর মধ্যেবিস্তৃতিআকাশেরডি-তেস্বতন্ত্রমধ্যেঘহয়একটি*nd*রাতএবংচিহ্নিত করতেটিসে ঋতুএবংদিনএবংবছর।

ধর্মগ্রন্থ আমাদের শিক্ষা দেয় যে সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রে চিহ্ন দেখা যাবে। প্রতি মাসে, সূর্য নক্ষত্রপুঞ্জের একটি ভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবেশ করে। জ্যোতিষীরা রাশিচক্র নির্ধারণ করতে এই নক্ষত্রগুলির প্রাচীন তালিকা ব্যবহার করেন। তবে, গত কয়েক হাজার বছরে পৃথিবীর অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে এবং জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তালিকাগুলি আজ আমরা মহাকাশে যা দেখি তার থেকে প্রায় এক মাস পিছিয়ে আছে। ২০২৬/২০২৭ সালে, সূর্য এই তারিখগুলিতে এই নক্ষত্রমণ্ডলগুলিতে প্রবেশ করবে:

১৬ই আগস্ট – সিংহ রাশি
১৭ সেপ্টেম্বর – কন্যা রাশি
১৮ অক্টোবর – তুলা রাশি
১৭ নভেম্বর – বৃশ্চিক রাশি
১৭ই ডিসেম্বর – ধনু রাশি
১৬ জানুয়ারী – মকর রাশি

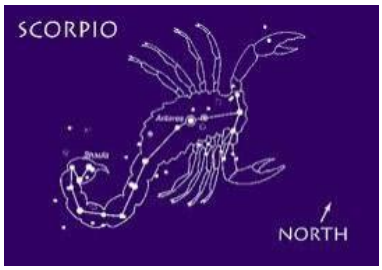

প্রকাশিত বাক্য ৯:পঙ্গপালগুলোকে দেখতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ঘোড়ার মতো লাগছিল। তাদের মাথায় সোনার মুকুটের মতো কিছু একটা ছিল এবং তাদের মুখমণ্ডল ছিল মানুষের মুখের মতো। তাদের চুল ছিল নারীদের চুলের মতো এবং তাদের দাঁত ছিল সিংহের দাঁতের মতো। তাদের বক্ষবর্ম ছিল লোহার বর্মের মতো, এবং তাদের ডানার শব্দ ছিল যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া বহু ঘোড়া ও রথের বজ্রধ্বনির মতো। তাদের লেজে হুল ছিল। বিচ্ছুর মতোএবং তাদের লেজে ক্ষমতা ছিলপাঁচ মাস ধরে মানুষকে নির্যাতন করাতাদের রাজা ছিল অতল গহ্বরের দূত, হিব্রু ভাষায় যার নাম আব্বাডন এবং গ্রিক ভাষায় অ্যাপোলিয়ন (অর্থাৎ, সংহারক)। প্রথম মহাবিপদ কেটে গেছে; আরও দুটি মহাবিপদ আসতে বাকি।

মহাক্লেশ শুরু হওয়ার সময় সূর্যের প্রথম রাশি হলো সিংহ রাশি, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়...সিংহের দাঁতপ্রকাশিত বাক্য ৯:৮-এ। কন্যারাশি নক্ষত্রমণ্ডল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়মহিলার চুলপ্রকাশিত বাক্য ৯:৮ পদে। তুলা রাশি আমাদের প্রকাশিত বাক্য ৯:৩-৪ এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে পঙ্গপালদেরকে দেওয়া হয়েছেক্ষমতা ও কর্তৃত্বযাদের কপালে ঈশ্বরের সীলমোহর নেই, তাদের সকলকে নির্যাতন করা, যা দেখায় যে ন্যায়বিচারের পাল্লা একদিকে হেলে গেছে এবং এখন পৃথিবীতে শয়তান তার ইচ্ছামত কাজ করার জন্য আবারও কর্তৃত্ব পেয়েছে। বৃশ্চিক রাশি আমাদের প্রকাশিত বাক্য ৯:৫ এবং ১০-এর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেখানে এই দুষ্ট প্রাণীদের বর্ণনা করা হয়েছে। বিচ্ছুর তুলনায়.

২০২৬ সালের ১৬ই ডিসেম্বর, সূর্য ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। হিব্রু ভাষায় ধনু শব্দের অর্থ হলো তীরন্দাজ। তার তীর বৃশ্চিকের দিকে তাক করা, তার যুদ্ধ সর্পের বিরুদ্ধে। গ্রিক কবি আরাতুস তার সম্পর্কে লিখেছেন, "সোনালী তারাদের মাঝে তিনি এখন উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এবং তার নত ধনুক দিয়ে বৃশ্চিককে বিদ্ধ করছেন।" কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণকারী অশ্বারোহীর প্রকৃত কাহিনী প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-১৬-তে পাওয়া যায়:

আমি দেখলাম স্বর্গ উন্মুক্ত হয়ে আছে এবং আমার সামনে ছিল একটি শ্বেত অশ্ব, যার আরোহীর নাম বিশ্বস্ত ও সত্য। তিনি ন্যায়বিচারের সাথে বিচার করেন ও যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর চোখ জ্বলন্ত অগ্নির মতো এবং তাঁর মাথায় রয়েছে বহু মুকুট। তাঁর গায়ে একটি নাম লেখা আছে যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না। তিনি রক্তে ভেজানো এক পোশাক পরিহিত এবং তাঁর নাম ঈশ্বরের বাক্য। স্বর্গের সৈন্যদল শ্বেত অশ্বে আরোহণ করে এবং শুভ্র ও নির্মল সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাঁর অনুসরণ করছিল। তাঁর মুখ থেকে জাতিসমূহকে আঘাত করার জন্য এক ধারালো তরবারি বের হয়। তিনি লৌহদণ্ড দিয়ে তাদের শাসন করবেন। তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্রোধের রোষের দ্রাক্ষারস মাড়াই করেন। তাঁর পোশাকে ও তাঁর ঊরুতে এই নাম লেখা আছে: রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু।

প্রকাশিত বাক্য আরও ব্যাখ্যা করে যে, শ্বেত অশ্বের আরোহী পশুটিকে, অর্থাৎ ভণ্ড নবীকে, তাঁর শত্রুদের পরাজিত করেন এবং শয়তান, অর্থাৎ আদি সর্পকে, অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেন। ধনু রাশির চিহ্ন বরাবর নক্ষত্ররাজি এই কাহিনীর দিকেই ইঙ্গিত করে: তাঁর শত্রুদের উপর যিশু খ্রিস্টের চূড়ান্ত বিজয়। যখন সূর্য এই নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান করে, তখনই কিসলেভের চব্বিশ তারিখে (১/২ জানুয়ারি, ২০২৭) দ্বিতীয় মহাবিপদ ও প্রধান ফসল তোলার মহাপ্রত্যাবর্তন সংঘটিত হয়।

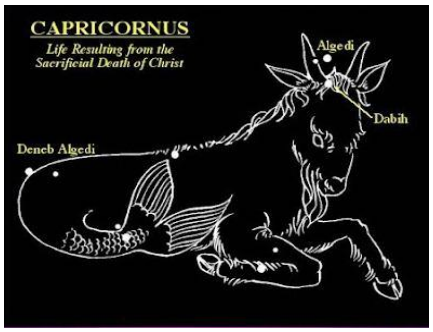

এরপর আমরা ২০২৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি সূর্যকে মকর নক্ষত্রমণ্ডলে প্রবেশ করতে দেখি। খ্রিস্ট যখন পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন সূর্য এই নক্ষত্রমণ্ডলেই থাকবে। বাইবেলের জ্যোতির্বিদ্যায়, মকর নক্ষত্রমণ্ডলটি বলিদান হিসেবে খ্রিস্টের প্রতিনিধিত্ব করে। হিব্রু এবং আরবি ভাষায়, এই নক্ষত্রমণ্ডলের নামের অর্থ হলো "ছেদন করা" বা "প্রায়শ্চিত্ত"। এই নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত একটি নক্ষত্র হলো দেনেব, যার হিব্রু ভাষায় অর্থ "প্রভু, বিচারক আসছেন"। মকর নক্ষত্রমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি নক্ষত্র হলো দালাফ, যার হিব্রু ভাষায় অর্থ "জল ঢালা" এবং আরবি ভাষায় অর্থ "দ্রুত আগমন"। ডেকানগুলোর মধ্যে একটি হলো শাম, যা প্রধান নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত ছোট ছোট নক্ষত্রমণ্ডল, যার হিব্রু ভাষায় অর্থ "ধ্বংসকারী" বা "জনশূন্য"। মকর নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত আরেকটি ডেকান হলো তারারেদ, যার হিব্রু ভাষায় অর্থ "আহত, তিনি নেমে আসছেন"। আরেকটি ডেকান হলো ধনু, যা তীরের প্রতিনিধিত্ব করে, অর্থাৎ পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার। আরেকটি ডেকান হলো ডেলফিনাস, যা জল থেকে ডলফিনের লাফিয়ে ওঠা এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের প্রতীক।

জাকারিয়া ১২:১০ -তারা আমার দিকে তাকাবে, যাঁকে তারা বিদ্ধ করেছে, এবং তারা তাঁর জন্য এমনভাবে শোক করবে যেমন কেউ তার একমাত্র সন্তানের জন্য করে, এবং তাঁর জন্য এমনভাবে তীব্রভাবে দুঃখ করবে যেমন কেউ তার প্রথমজাত পুত্রের জন্য করে।

প্রকাশিত বাক্য ১:৭ -দেখো, তিনি মেঘের সঙ্গে আসছেন, এবং প্রত্যেক চোখ তাঁকে দেখবে, এমনকি যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছিল তারাও; এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাঁর কারণে শোক করবে। এমনই হবে! আমেন।

ডেড সি স্ক্রোলসের টেম্পল স্ক্রোলে নতুন দ্রাক্ষারসের প্রথম ফল উৎসবের কথা লেখা ছিল। বিশ্বাস করা হয় যে এসিনরা এই স্ক্রোলগুলো রচনা করেছিলেন। আমরা পাসওভার থেকে শুরু করে ৭ সপ্তাহ ধরে ওমের গণনা এবং পঞ্চাশতম দিনে পেন্টেকস্ট উৎসব উদযাপনের কথা জানি। কিন্তু ডেড সি স্ক্রোলসের মধ্যে পাওয়া টেম্পল স্ক্রোল অনুসারে, পেন্টেকস্টের পরে আরও দুটি ৫০-দিনের উৎসব ছিল; প্রথমটি ছিল আঙুর ফসলের নতুন দ্রাক্ষারস এবং তার ৫০ দিন পরে জলপাই ফসলের নতুন তেল। এই উৎসবগুলো সম্ভবত ১০০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে উদযাপিত হয়েছিল।

মন্দিরের পুঁথিতে লেখা আছে: "তোমরা দোলনীয় নৈবেদ্যের আঁটি আনার দিন থেকে ৭টি পূর্ণ বিশ্রামবার গণনা করবে। তোমরা সপ্তম বিশ্রামবারের পরদিন পর্যন্ত গণনা করবে। তোমরা ৫০ দিন গণনা করবে। তোমরা নতুন শস্যের নৈবেদ্য আনবে। এটি সপ্তাহ পর্ব এবং প্রথম ফলের পর্ব, এক চিরস্থায়ী স্মারক। তোমরা নতুন শস্যের নৈবেদ্য আনার দিন থেকে ৭ সপ্তাহ গণনা করবে, ৭টি পূর্ণ বিশ্রামবার অতিবাহিত হবে যতক্ষণ না তোমরা সপ্তম বিশ্রামবারের পরদিন পর্যন্ত ৫০ দিন গণনা করছ। তোমরা পানীয় নৈবেদ্যের জন্য নতুন দ্রাক্ষারস আনবে।"

পঞ্চাশত্তমীর পঞ্চাশ দিন পরে নতুন দ্রাক্ষারস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। (মন্দিরে) নতুন দ্রাক্ষারস নিবেদন না করা পর্যন্ত কেউই সেই নতুন রস পান করতে পারত না। (মন্দিরের পুঁথি)

মথি ২৬:২৯ পদে, যীশু শেষ ভোজের সময় শিষ্যদের বলেন:এখন থেকে আমি আর কোনো দ্রাক্ষারস পান করব না, যতক্ষণ না আমার পিতার রাজ্যে তোমার সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।আরেকটি অনুবাদ:আমি তোমাদের বলছি, আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করার দিন পর্যন্ত আমি আর কখনও এই দ্রাক্ষারস পান করব না।এটা কি প্রথম ফল উত্তোলনের সময়কালের কোনো 'ইঙ্গিত', যেদিন আমরা আমাদের প্রভুর সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করব?

নব দ্রাক্ষারসের প্রথম ফলের উৎসবের তারিখ সঠিকভাবে নির্ধারণ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই ২০২৬ সালের পঞ্চাশত্তমীর তারিখটি বিবেচনা করতে হবে। ইস্রায়েলীয়দের বাইবেলের প্রথম মাস নিসান বা আবিবের পঞ্চদশ দিন থেকে খামিরবিহীন রুটির উৎসব উদযাপন করতে বলা হয়েছিল। এই সপ্তাহব্যাপী উৎসবে, বিশ্রামবারের পরের দিন প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রথম ফলের নৈবেদ্য নিবেদন করার কথা ছিল।

খামিরবিহীন রুটির ভোজের মধ্যে তিনটি বিশ্রামবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উৎসবের প্রথম ও সপ্তম দিনকে বিশ্রামবার হিসেবে গণ্য করা হতো এবং শনিবার ইস্রায়েলীয়দের জন্য সর্বদা বিশ্রামবার ছিল। সুতরাং, যবের প্রথম ফল উৎসর্গের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় এই তিনটি বিশ্রামবারের যেকোনো একটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে। এসিনরা বিশ্বাস করত যে, খামিরবিহীন রুটির ভোজ শেষ হওয়ার পরের শনিবারের বিশ্রামবারটিই ছিল সেই দিন, যা বিবেচনার জন্য একটি চতুর্থ বিকল্প হতে পারে।

যেহেতু ইহুদি বর্ষপঞ্জি এক মাস পিছিয়ে আছে, তাই ২০২৬ সালের নিসান মাসের প্রকৃত প্রথম দিনটি হওয়া উচিত রবিবার, ১৯শে এপ্রিল, ২০২৬। অতএব, ঈশ্বরের বর্ষপঞ্জি অনুসারে ৭-দিনব্যাপী খামিরবিহীন রুটির উৎসবের জন্য সঠিক তারিখ হবে ৩-৯ই মে, ২০২৬। সপ্তম দিনটি (শনিবার, ৯ই মে, ২০২৬) হবে একটি বিশ্রামবার এবং এটি শনিবারের বিশ্রামবারও বটে। অতএব, রবিবার, ১০ই মে, ২০২৬ হবে প্রথম ফলের (যবের) উৎসব, যা প্রথম ফলের উৎসব কবে হতে পারে তা বিবেচনা করার জন্য আমাদের কাছে থাকা চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি ব্যবহার করে। এই ধাঁধার আগের অংশে, আমরা ২০১৩ সালের সপ্তম দিনের খামিরবিহীন রুটির বিশ্রামবারটিকেও ব্যবহার করেছিলাম ১২৬০ এবং ১৩৩৫-দিনের গণনা শুরু করার জন্য, যা ২০১৬ সালে শেষ হয়েছিল।

যদি আমরা ২০২৬ সালের ১০ই মে তারিখটিকে যবের প্রথম ফলের উৎসব হিসেবে ধরে নিয়ে ৭ সপ্তাহ গণনা করি, তাহলে আমরা ২০২৬ সালের ২৮শে জুন, রবিবার তারিখটিকে পঞ্চাশত্তমীর উৎসব (গমের প্রথম ফল) হিসেবে পাই। আরও ৭ সপ্তাহ গণনা করলে আমরা ২০২৬ সালের ১৬ই আগস্ট তারিখটিকে নতুন দ্রাক্ষারসের প্রথম ফলের উৎসব হিসেবে পাই। এই তারিখের সাথে ১৪০ দিন যোগ করলে আমরা ২০২৭ সালের ২রা জানুয়ারি তারিখে পৌঁছাই, যা কিসলেভের চব্বিশতম দিন বা হানুক্কার আগের সন্ধ্যা। যেহেতু ইহুদিরা সূর্যাস্তের সময় তাদের দিন শুরু করে, তাই নতুন দ্রাক্ষারসের প্রথম ফলের উৎসবটি প্রকৃতপক্ষে ২০২৬ সালের ১৫ই আগস্ট সূর্যাস্তের সময় শুরু হবে এবং হানুক্কার আগের সন্ধ্যাটি ২০২৭ সালের ১লা জানুয়ারি সূর্যাস্তের সময় শুরু হবে।

From and including: **Sunday, August 16, 2026**
To and including: **Saturday, January 2, 2027**

Result: 140 days

It is 140 days from the start date to the end date, end date included.

Or 4 months, 18 days including the end date.

মথি ৩: ১১-১২ -সে করবেপবিত্র আত্মা ও অগ্নি দ্বারা তোমাদের বাপ্তিস্ম দেওয়া।তাঁর হাতে তাঁর কুলা আছে, এবং তিনি তাঁর শস্য মাড়াইয়ের স্থান পরিষ্কার করবেন।সে তার গম গোলাঘরে জড়ো করে এবং অনির্বাণ আগুনে তুষ পুড়িয়ে ফেলে। "

যোহন এখানে ভাববাণী করছেন এবং মণ্ডলী যুগের শুরু ও শেষ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করছেন। এই সবকিছুর শুরু হয়েছিল পঞ্চাশত্তমীর দিনে, যখন তারাপবিত্র আত্মা ও অগ্নি দ্বারা বাপ্তাইজিতসবকিছুর সমাপ্তি ঘটে 'ফার্স্টফ্রুটস অফ নিউ ওয়াইন' উৎসবে, যেখানেগম কাটার সমাপ্তিএবং আঙ্গুর ফসল কাটার শুরুতে, যখন তিনিতিনি তাঁর গম শস্যাগারে জড়ো করেন এবং তুষ পুড়িয়ে ফেলেন।এটি ফসল কাটার সময়, গম মৌসুমের শেষে। উৎসবগুলো ফসল কাটার মৌসুমের শুরু ও শেষ নির্দেশ করে:

যবের প্রথম ফল - (যীশুর দ্বারা পূর্ণকৃত)

গমের প্রথম ফল - যবের মৌসুমের শেষে / গমের প্রথম ফল (পেন্টেকস্টের দিনে পূর্ণ হয়)

নব দ্রাক্ষারসের প্রথম ফল - গমের মৌসুমের শেষে / আঙ্গুরের প্রথম ফল (যা প্রথম মহাপ্রলয়ে পূর্ণ হবে)

তাঁবু পর্ব - আঙ্গুর মৌসুমের সমাপ্তি (হানুক্কার সময় পূর্ণ হবে)

হানুক্কা হলো দ্বিতীয় কুটির উৎসব। যিশুর পৃথিবীতে ফিরে আসার পর, নতুন সহস্রাব্দ জুড়ে উপযুক্ত সময়ে কুটির পর্ব উদযাপিত হবে, কারণ খ্রিষ্টের বধূ আর কলুষিত থাকবে না (দেখুন সখরিয় ১৪:১৬-১৯)।

মথি ১৩:৩০ -ফসল কাটার সময় পর্যন্ত উভয়কে একসঙ্গে বাড়তে দাও। সেই সময় আমি বলবফসল সংগ্রহকারীপ্রথমে আগাছাগুলো সংগ্রহ করে পোড়ানোর জন্য আঁটি বেঁধে নিন; তারপরগম সংগ্রহ করে আমার গোলাঘরে নিয়ে এসো।.

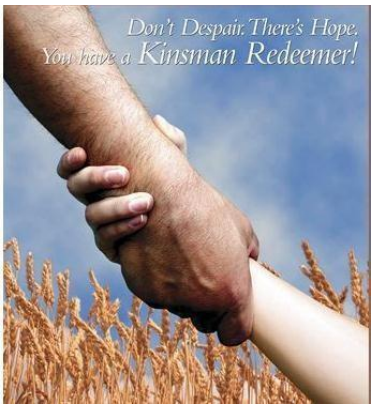

মথি ১৩ অধ্যায়ে যিশু একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদের দেখান যে, মহাপ্রলয়ের সময় কেবল খ্রিস্টানদেরই নয়, বরং অবিশ্বাসীদেরও ফসল হিসেবে সংগ্রহ করা হবে। ফসল সংগ্রহকারীরা (স্বর্গদূতেরা) অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসী উভয়কেই সংগ্রহ করবে। গম (বিশ্বাসীদের) তাঁর গোলাঘরে নিয়ে আসা হবে, আর আগাছা (অবিশ্বাসীদের) পুড়িয়ে ফেলার জন্য জড়ো করা হবে।

বোয়াজ ও রূতের বিবাহ হলো মহাপ্রলয় বা কনের বিবাহের আরেকটি উদাহরণ। বোয়াজ নিকটাত্মীয় মুক্তিদাতা হিসেবে যিশুর প্রতিনিধিত্ব করেন এবং রূত মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করেন। রূত ২:১৪,আর খাওয়ার সময় বোয়াজ তাকে বললেন, 'এখানে এসো এবং কিছু খাও। 'রুটিএবং আপনার গ্রাসটি ডুবিয়ে নিনওয়াইন'এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বোয়াজ (যিশুর প্রতিনিধি) রূতকে (মণ্ডলীর প্রতিনিধি) রুটি ও দ্রাক্ষারস দিচ্ছেন। তাহলে, তাদের বিবাহ কখন হয়েছিল? রূত ২:২৩, "তাই সে কুড়ানোর জন্য বোয়াজের দাসীদের সঙ্গে লেগে থাকল।যব ও গম কাটার সমাপ্তিএবং তার

শাশুড়ির সাথে বাস করতেন। রুথ গমের ফসল কাটা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার শাশুড়ির সঙ্গে ছিলেন এবং তারপর তার নতুন স্বামী বোয়াজের সঙ্গে থাকতে শাশুড়িকে ছেড়ে চলে গেলেন।

বিচারকদের বিবরণ ২০-২১ অধ্যায়ে আপনি পড়তে পারেন, কীভাবে বিন্যামীন গোত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল, কেবল ৬০০ জন পুরুষ ছাড়া, যাদের রেহাই দেওয়া হয়েছিল এবং পাহাড়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। চার মাসচার মাস শেষে, তাদেরকে বধূদের ছিনিয়ে আনার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেপ্টুয়াজিন্টে 'ছিনিয়ে আনা' শব্দটি হলো 'হারপাজো' (উদ্ধার, মহাপ্রলয়)! সেপ্টুয়াজিন্টে 'হারপাজো' শব্দটির অর্থ 'ছিনিয়ে আনা' এবং ১ থেসালোনিকীয় ৪ অধ্যায়ে 'উদ্ধার' বোঝাতেও এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে: "তখন আমরা যারা জীবিত ও অবশিষ্ট থাকব, আমাদেরকে মেঘের মধ্যে তাদের সঙ্গে তুলে নেওয়া হবে, যেন আমরা আকাশে সদাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে পারি; আর এইভাবে আমরা চিরকাল সদাপ্রভুর সঙ্গে থাকব।

যোহন ৪:৩৫ পদে যীশু বলেছেন - "আপনার কি এমন কোনো প্রবাদ নেই, 'আরও চার মাসআর তারপর ফসল কাটা? আচ্ছা, আমি তোমাদের বলি: চোখ খোলো আর মাঠগুলোর দিকে তাকাও!এগুলো ইতিমধ্যেই ফসল তোলার জন্য পেকে গেছে।!

প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৫তখন মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত বেরিয়ে এসে মেঘের উপর উপবিষ্ট তাঁকে উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, "আপনার কাস্তে নিন এবং শস্য কাটুন, কারণ শস্য কাটার সময় এসে গেছে, কেননা...পৃথিবীর ফসল পেকেছে."

যোহন ৪ অধ্যায়ে আমরা দেখি, যীশু ফসল পেকে যাওয়ার সাথে চার মাসের অপেক্ষার সময়ের একটি যোগসূত্র স্থাপন করেছেন। প্রকাশিত বাক্য ১৪ অধ্যায়ে আমরা দেখি যে, প্রথম ফসল কাটার সময়ে পৃথিবীর ফসল পেকে যায়।

কবে থেকে চার মাস? সম্ভবত যিশু আমাদের ঈশ্বরের বর্ষপঞ্জি অনুসারে বাইবেলের বছরের শুরুর দিকে (এপ্রিল ১৮/১৯, ২০২৬) এবং তারপর আগস্ট ১৫/১৬, ২০২৬-এ প্রথম ফসল সংগ্রহ/উদ্ধার ঘটনার জন্য ৪ মাসের অপেক্ষার দিকে ইঙ্গিত করছিলেন।

মথি ২৪: "সেই দিনগুলির মহাকষ্টের ঠিক পরেই 'সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, এবং চাঁদ তার আলো দেবে না; তারকারাজি আকাশ থেকে খসে পড়বে, এবং মহাজাগতিক বস্তুসমূহ কম্পিত হবে।' তখন স্বর্গে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা যাবে। আর তখন পৃথিবীর সমস্ত লোক মনুষ্যপুত্রকে দেখে শোক করবে। স্বর্গের মেঘে চড়ে আসছেনপরাক্রম ও মহিমার সাথে। আর তিনি তাঁর দূতদেরকে উচ্চ তূরীধ্বনির সাথে পাঠাবেন এবং তারা চার দিক থেকে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর মনোনীতদের একত্রিত করবে।"

উল্লেখ্য যে, এই বাক্যটির প্রথম দুটি শব্দকে এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারে"অবিলম্বে."এর অনুবাদ হতে পারে:"অবিলম্বে সেই দিনগুলির দুর্দশাসূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ তার আলো দেবে না, আকাশ থেকে তারারা খসে পড়বে। এবং স্বর্গীয় বস্তুসমূহ কম্পিত হবে।' তখন স্বর্গে মনুষ্যপুত্রের চিহ্ন দেখা যাবে। আর তখন পৃথিবীর সমস্ত লোক মনুষ্যপুত্রকে দেখে শোক করবে। স্বর্গের মেঘে চড়ে আসছেনক্ষমতা ও মহিমার সাথে। আর তিনি উচ্চ তূরীধ্বনির সাথে তাঁর দূতদের পাঠাবেন এবং তারা চার দিক থেকে, আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তাঁর মনোনীতদের একত্রিত করবে।

অনুবাদ করা শব্দটিপরে হয় মেটা এবং এর অনুবাদ করা হয়সাথে নিউ টেস্টামেন্টে ৩৪৫ বার এবং মাত্র ৮৮ বারপরেএর মানে হলো যে, প্রায় ৪ গুণ বেশি বার, সেখানে ব্যবহৃত শব্দটিপরেঅনুবাদ করা হয়েছেসাথে সমগ্র নতুন নিয়ম জুড়ে। মেটা এর আরও অর্থ হতে পারেমাঝে, মধ্যে, একসাথেঅথবাকখন.অবিলম্বে এবংঠিক পরেইএর দুটি ভিন্ন অর্থ আছে। যেকোনো অনুবাদই সঠিক হতে পারে। আমার বিশ্বাস, প্রভু হয়তো আমাদের বোঝাতে চাইছিলেন যেশুরু মহাক্লেশের সময় যখন এই চিহ্নটি আকাশে দেখা যাবে, এর পরিবর্তেশেষ মহাক্লেশের।

প্রভু আমাদের দিচ্ছেন বলে মনে হচ্ছেতিনসেই দিনগুলোর মহাক্লেশের শুরুতে যে স্বর্গীয় চিহ্নগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে:

1. সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে
2. চাঁদ তার আলো দেবে না
3. আকাশ থেকে তারারা খসে পড়বে

২০২৬ সালের ১২ই আগস্ট, আমরা দেখব পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, অমাবস্যার সময় চাঁদ আলো দেবে না এবং পার্সেইডস উল্কাবৃষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ে আকাশ থেকে তারা খসে পড়বে। এটি প্রথম ফল পুনরুত্থান ঘটনার মাত্র ৩-৪ দিন আগের ঘটনা। আমি বিশ্বাস করি, খুব সম্ভবত আমরা ২০২৬ সালের ১২/১৩ই আগস্ট, অর্থাৎ প্রথম ফল পুনরুত্থান/পুনরুত্থান ঘটার ৩ দিন আগে, জনাব ট্রাম্পকে নিহত হতে দেখব। এটি সেই ঘটনারই ধারা অনুসরণ করবে যেখানে যিশুকে হত্যা করা হয়েছিল এবং তার ৩ দিন পরেই প্রথম ফল পুনরুত্থান ঘটেছিল, যখন যিশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে অনেক সাধুও পুনরুজ্জীবিত হয়ে বহু মানুষের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

২০২৬ সালে ইহুদি বর্ষপঞ্জি অনুসারে বসন্ত বিষুবের আগে বাইবেলের নববর্ষ শুরু হওয়া ছাড়াও, ২০২৬ সালের ১২ই আগস্ট এই চিহ্নটির আবির্ভাব আরও একটি কারণ যার জন্য আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ইহুদি বর্ষপঞ্জি ঈশ্বরের বর্ষপঞ্জি থেকে এক মাস পিছিয়ে আছে। এই সময়ে ইহুদি জনগণ তাদের ষষ্ঠ মাস এলুলের সূচনা পালন করবে। তবে, এলুল মাসের শুরুর সাথে প্রথম ফল উৎসব যুক্ত নেই, এবং যদি মহাক্লেশ এলুল মাসে শুরু হয়, তবে পৃথিবীতে ৫ মাসের বিচারের জন্য সময় থাকবে না, কারণ ২০২৬ সালে ইহুদিরা ডিসেম্বরের শুরুতে হানুক্কা পালন করছে। সম্ভবত এই কারণেই প্রভু আমাদের বলেছিলেন যে, সেই দিনগুলোর মহাক্লেশের সাথে সাথেই আমরা আকাশে এই ৩টি চিহ্ন দেখতে পাব, যাতে আমরা জানতে পারি যে ২০২৬ সালে ইহুদি বর্ষপঞ্জি তাঁর বর্ষপঞ্জির চেয়ে এক মাস এগিয়ে থাকবে। সম্ভবত এই কারণেই ২৫ বছরেরও বেশি আগে প্রভু আমাকে যে প্রথম ধাঁধার টুকরোটি দিয়েছিলেন তা হলো, ১লা জানুয়ারি অ-ইহুদিদের তূরী উৎসব এবং নতুন সহস্রাব্দের সূচনাকে বোঝায়। প্রভু চান আমরা যেন জানি যে, ২০২৬ সালে ইহুদি বর্ষপঞ্জি যা পালন করবে, তাঁর বর্ষপঞ্জি তার থেকে এক মাস পিছিয়ে থাকবে।

যখন বিলম্বগুলো শেষ হয়ে যাবে, তখন সপ্তম স্বর্গদূতের তূরী বাজানোর এবং ঈশ্বরের রহস্য (মণ্ডলীর প্রথম ফলস্বরূপ মহাউদ্ধার) সম্পন্ন হওয়ার সময় হবে।

প্রকাশিত বাক্য ১০:৫-৭ -তখন আমি যে স্বর্গদূতকে সমুদ্রের উপরে ও ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর ডান হাত তুললেন। আর যিনি অনন্তকাল ধরে জীবিত, যিনি আকাশমণ্ডল ও তার সমস্ত কিছু, পৃথিবী ও তার সমস্ত কিছু এবং সমুদ্র ও তার সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নামে শপথ করে বললেন, "আর কোনো বিলম্ব হবে না। কিন্তু যেদিন সপ্তম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজাতে উদ্যত হবেন,ঈশ্বরের রহস্য পূর্ণ হবেঠিক যেমন তিনি তাঁর দাসদের কাছে ভাববাদীদের ঘোষণা করেছিলেন।

১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৩ -দেখো,আমি তোমাকে একটি রহস্য দেখাইআমরা সকলে ঘুমিয়ে পড়ব না; কিন্তু শেষ তূর্যধ্বনিতে, এক মুহূর্তে, চোখের পলকে আমরা সকলেই বদলে যাব। কারণ তূরীধ্বনি হবে, এবং মৃতেরা অবিনশ্বর হয়ে পুনরুত্থিত হবে, আর আমাদের পরিবর্তন ঘটবে।

ঈশ্বরের রহস্য হলো মণ্ডলীর মহাউদ্ধার। প্রকাশিত বাক্য ১০ অধ্যায়ে স্বর্গদূত আমাদের বলেন যে আর কোনো বিলম্ব হবে না – এর অর্থ হলো, বিলম্ব হয়েছিল, ঠিক যেমন মথি ২৫ অধ্যায়েও আমাদের বলা হয়েছে যে বর আসতে দেরি করেছিলেন এবং কুমারীরা ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হাবাক্কুক ২:৩ -কারণ স্বপ্ন এখনো বাকি আছেনির্ধারিত সময়এটি শেষকাল সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় এবং মিথ্যা বলবে না। যদিও এতে দেরি হয়, এর জন্য অপেক্ষা করুন, কারণ এটি অবশ্যই আসবে এবং দেরি হবে না।.

ঈশ্বরের মহাপ্রস্থানের জন্য সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত ছিল। তিনি সেই সময় পরিবর্তন করছেন না বা পিছিয়ে দিচ্ছেন না। এই বিলম্বগুলো কেবল তাঁর বিস্ময়কর ধাঁধারই একটি অংশ, যা আমাদের কাছে তাঁর অবিশ্বাস্য প্রেম, করুণা এবং দীর্ঘসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে। আমরা দেখতে পাই যে, বারবার তিনি তাঁর বিচার নিয়ে আসতে পারতেন, কিন্তু তিনি বিলম্ব করেছেন এবং মনোনীতদের খাতিরে শাস্ত্রসম্মতভাবে দিনগুলোকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করছেন। এই ধাঁধাটি সম্পূর্ণরূপে তাঁর করুণা, তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর অবিশ্বাস্য প্রেমকে কেন্দ্র করে; তিনি চান না যে কেউ বিনষ্ট হোক, বরং সবাই যেন তাঁর পুত্রের মাধ্যমে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করে।

আমি নিশ্চিত, আপনাদের বেশিরভাগকেই শেখানো হয়েছে যে, এই পদটির কারণে কেউই জানতে পারবে না যিশু কখন আসবেন:

মথি ২৪:৩৬; মার্ক ১৩:৩২- কিন্তু সে ব্যাপারেদিন বা ঘন্টাকেউই জানে না, এমনকি স্বর্গের দূতরাও না, পুত্রও না, কেবল পিতাই জানেন।

তবে, প্রকাশিত বাক্য ৩ অধ্যায়ে আমরা এমন একটি পদ পড়ি যা এর প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে বলে মনে হয়:

প্রকাশিত বাক্য ৩:৩ -অতএব, তোমরা যা পেয়েছ ও শুনেছ, তা স্মরণ কর; তা দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং অনুতাপ কর। কিন্তু যদি তোমরা জেগে না ওঠো, তবে আমি চোরের মতো আসব, এবং আমি কখন তোমাদের কাছে আসব, তা তোমরা জানতে পারবে না।

তাই এখানে যিশু আমাদের বলছেন যে, যদি আমরা জেগে না উঠি, তবে তিনি কখন আসবেন তা আমরা জানতে পারব না। মথি ২৪:৩৬ পদে 'জানা' বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রকাশিত বাক্য ৩ অধ্যায়ে ব্যবহৃত শব্দের চেয়ে ভিন্ন।

ইংরেজির চেয়ে গ্রিক ভাষায় শব্দগুলোর মধ্যে প্রায়শই বেশি পার্থক্য থাকে। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের ইংরেজি ভাষায় আমরা শুধু 'love' শব্দটি ব্যবহার করি। কিন্তু গ্রিক ভাষায় ভালোবাসার জন্য ৪টি শব্দ আছে: agápe, éros, philía, এবং storgē, যার প্রত্যেকটির অর্থ কিছুটা ভিন্ন। 'know' শব্দটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য - গ্রিক ভাষায় বেশ কয়েকটি ভিন্ন শব্দ আছে এবং সেগুলোর সবগুলোর অর্থ হুবহু এক নয়।

মথি ২৪ অধ্যায়ে, 'জানা' শব্দটি হলো 'এইডো' এবং এই শব্দটির সর্বোত্তম সংজ্ঞা হলো 'কোনো কিছু উপলব্ধি করা'। প্রকাশিত বাক্য ৩ অধ্যায়ে, শব্দটি হলো 'গিনোস্কো' এবং এর সর্বোত্তম সংজ্ঞা হলো 'জানতে পারা বা জ্ঞান লাভ করা'। আমি বিশ্বাস করি যে মথি ২৪:৩৬ পদে যিশু যা বলছিলেন তা হলো, কোনো ব্যক্তিই এই জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না, বা স্বজ্ঞানে জানে না, বা এই দিন বা ঘন্টা সম্পর্কে উপলব্ধি করে না (যা হয়তো সময়ের কথা বলছে না, বরং কেবল প্রভুর দিনে যা ঘটবে তার কথা বলছে)। এমনকি স্বয়ং যিশুও জানেন না। এমনকি স্বর্গদূতেরাও জানেন না। তবে, এর মানে এই নয় যে কেউই কখনো জানবে না বা জানতে পারবে না। প্রকাশিত বাক্য ৩ অধ্যায়টি স্পষ্ট বলে মনে হয় (এবং এটি অবশ্যই সময়ের কথাই বলছে) যে, আপনি যদি জাগ্রত থাকেন, তবে যিশু কখন আসবেন তা আপনি জানতে পারবেন (জানতে

পারবেন বা জ্ঞান লাভ করতে পারবেন)। তিনি কেবল তাদের কাছেই চোরের মতো আসেন যারা (আত্মিকভাবে) ঘুমিয়ে আছে। আমরা যদি মথি ২৪ অধ্যায় পড়া চালিয়ে যাই, যীশু বলেন, "অতএব তোমরা সজাগ থাকো, কারণ তোমরা জানো না কোন দিন তোমাদের প্রভু আসবেন।" ২৬ পদে ব্যবহৃত 'জানা' শব্দটিই এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। যীশু আমাদের সজাগ থাকতে সতর্ক করছেন, কারণ তিনি কোন দিন আসছেন তা আমরা স্বজ্ঞানে জানি না।

কীসের দিকে নজর রাখতে হবে? চিহ্নগুলোর দিকে নজর রাখুন, ভবিষ্যদ্বাণীগুলো অধ্যয়ন করুন, যেন এই দিনটি রাতের চোরের মতো আপনার উপর এসে না পড়ে এবং আপনার ঘরে যেন চুরি না হয়। যীশু আমাদের এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন—যে বাড়ির মালিক যদি জানতেন রাতের কোন সময়ে চোর আসবে, তবে তিনি নজর রাখতেন যাতে তাকে হাতে-নাতে ধরতে পারেন। যীশু চান আমরা যেন শাস্ত্রে আমাদের জন্য রেখে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী, চিহ্ন এবং সংখ্যাগুলো অধ্যয়ন করি, যাতে আমরা জানতে পারি তিনি কখন আসছেন। তিনি চান না যে আমরা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ি এবং পিছিয়ে পড়ি।

আমরা যদি মথি ২৪ অধ্যায় পড়া চালিয়ে যাই, যিশু বলেন,কিন্তু মনে করুন, সেই দাসটি দুষ্ট এবং মনে মনে বলে, 'আমার মনিব অনেক দিন দূরে থাকবেন,' আর তখন সে তার সহদাসদের মারতে এবং মাতালদের সঙ্গে পানাহার করতে শুরু করে। সেই দাসের মনিব এমন এক দিনে আসবেন, যেদিন সে তাঁর প্রত্যাশা করে না এবং এমন এক সময়ে আসবেন, যা সম্পর্কে সে অবগত নয়।

অবিশ্বস্ত ভৃত্যের কাছেই যীশু এমন এক সময়ে আসেন, যা সে জানে না। বিশ্বস্ত ভৃত্যের ক্ষেত্রে এমনটা হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যদি শেষ দিনের ঘটনাগুলোর সময়কাল আমাদের কখনোই বোঝার কথা না থাকত, তাহলে বাইবেল কেন এত স্পষ্টভাবে আমাদের জন্য লক্ষ্য রাখার মতো ঘটনা এবং গণনা করার মতো সংখ্যা উল্লেখ করত? আমার ইচ্ছা হলো, যারা পেছনে থেকে যাবে, তাদের জন্য এমন কিছু রেখে যাওয়া, যাতে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, যা কিছু ঘটেছে তা ঠিক সেই সময়েই ঘটার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যাতে তারা সেই মহা প্রতারণার ফাঁদে না পড়ে, যা মহাপ্রলয়কে আড়াল করার জন্য আসছে। মানুষকে প্রতারিত করার পরিকল্পনা করার জন্য শয়তান অনেক সময় পেয়েছে। সে চায় না যে তারা বিশ্বাস করুক যে মহাপ্রলয় ঘটে গেছে বা ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণ হচ্ছে। যীশু এক মহা প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন, যা ঘটবে এমনকি মনোনীতদেরও প্রতারিত করার জন্য, যদি তা সম্ভব হয়। আমার ইচ্ছা হলো এই প্রতারণাটি উন্মোচন করা এবং বাইবেল থেকে প্রমাণ করা যে, এই ঘটনাটি ঠিক যে সময়ে ঘটেছে, সেই সময়েই ঘটার জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যাতে তারা নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে যা ঘটেছে তা প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রলয় ঘটনা ছিল এবং যিশুই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন ও তাঁর বাক্য সত্য।

প্রভু আপনাদের প্রত্যেককে আশীর্বাদ করুন এবং তাঁর বাক্যে বিস্ময়কর বিষয়গুলো দেখার জন্য আপনাদের চোখ খুলে দিন। আপনারা যেন উপলব্ধি করতে পারেন যে আমরা কোন সময়ে বাস করছি এবং ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কত কাছাকাছি আমরা রয়েছি। যারা পথভ্রষ্ট, তাদের কাছে পৌঁছাতে এবং ঈশ্বরের সময়সূচী অনুযায়ী আমরা কোথায় আছি, তা তাঁর লোকদের দেখাতে এই উপকরণটি ব্যবহার করুন।